PHOBIA

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED MATERIAL

ফোবিয়া

গার্গী ভট্টাচার্য

Dedicated to Arunachalam---!!!

(Arunachala, The Holy Hill and the centre of the universe)

নভেলা ফোবিয়া আর মধুছন্দে (কবিতার ঝাড়)

ফোবিয়া

আকাশের দিকে তাকিয়েই সময় কেটে যায় জুলির । জুলি মানে জুলিয়া সিং । একজন বৃদ্ধা যার সঙ্গে থাকে তার একমাত্র বিশ্বস্ত পুত্র জিম সিং । এই সিং কিন্তু আমাদের ভারতীয় সিং নয় । সিং এর অর্থ হল গান গাওয়া । সেই সিং ।

জুলিয়ার স্বামী রডনি সিং গত হয়েছেন । জুলিয়ার থেকে ওর বয়স অনেক বেশি ছিলো । প্রায় পঁচিশ বছরের বড় স্ত্রীর চেয়ে । একদিন ডায়বেটিস্ জনিত হার্টের ব্যামো ধরা পড়ে এবং অনেকদিন ভুগে, অলিন্দ ও নিলয় বিকল হলে শেষকালে মারা যান ।

পেশায় ছিলেন জুতোর দোকানের সেলস্ম্যান । পরে নিজের দোকান খুলেছিলেন । সৎ বৌ চাইতো এমন জুতো তৈরি হোক্ যা কিনা একবার কিনলে লোককে

আর কিনতে হবে না । খুব টেঁকসই হবে । রডনি বলেন : তাহলে আর আমার দোকান চলবে না । ব্যবসা উঠে যাবে ।

এই নিয়ে স্ত্রীর সাথে প্রায়ই ঝামেলা হত ।

স্ত্রী জুলিয়া মানে জুলি পরেরদিকে খুব মদ্যপান করতো । অ্যালকোহলিক্ হয়ে ওঠে । তাই রডনি বেশি তর্কে যেতেন না । চুপচাপ সহ্য করতেন সব ।

জুলির আবার আগে একজন সঙ্গী ছিলো । সে মোটামুটি ওরই বয়সী ; তবে তার আগে বিয়ে হয়েছিলো বলে দুই কন্যা সমেৎ জুলিকে ওর ঘর করতে হত ।

আগের স্ত্রী লোকটিকে ডাইভোর্স করে দেয় । কেন ওরা জানেনা ।

মেয়েরা খুবই দু:খিত এইজন্য । বড় মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় । মায়ের কাছে গেলে মা ওকে ফিরিয়ে দেয় । তখন সে কোথায় যায় কেউ জানেনা । হয়ত অন্ধকার কোনো পথে পা বাড়ায় । ছোটজন তখন বাবার ন্যাওটা হয়ে পড়ে । বাবাও খুব আহ্লাদ্ দিতো তবে সেটা অসম্ভব দৃষ্টিকটু লাগতো জুলির ।

বুড়োধাড়ি মেয়ে প্যান্টি পরে , বিকিনি পড়ে বাবার উরুতে বসতো । বাবাকে ঠোঁটে চুমু দিতো । দুজনে ফ্রেঞ্চ কিস্ করতো । বাবাকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে বলতো যে এক মেয়ে হারিয়ে গেছে কাজেই একে আর হারাতে চায়না । ওর মঙ্গলের জন্যই এগুলো করতে হচ্ছে । ও চায় বলেই ওর বাবা ওর সাথে বয়ফ্রেন্ড হিসেবে অভিনয় করে ।

জুলি বলে স্পষ্ট ভাষায় : ওকে বলা হোক্ নিজের পার্টনার খুঁজে নিতে ।

কিন্তু বাবা কোনো উচ্চবাচ্য না করায় এইভাবেই দিন কাটে এবং জুলিকেই একদিন অন্য সাথী খুঁজে চলে আসতে হয় । বাড়াবাড়ি হবার আগেই !

--সেক্স সেক্স আর সেক্স এই হল ওর জীবন । রডনিকে বলেছিলো জুলি । যেন দুনিয়াতে সেক্স ছাড়া আর কিছু নেই ।

-- আর চিটিং ! হেসে বলেন রডনি । আজকাল চিটিং এর পার্সেন্টেজ বলা হয় । এই ধরো , আমার বৌ ৪৫ পার্সেন্ট চিট্ করে অথবা ১০ পার্সেন্ট চিটিং করেছে ইত্যাদি । অর্থাৎ চিটিং এতই কমন হয়ে গেছে যে লোকে মাফ করার সময় চিটিং এর মাপ হিসেবে শতাংশ বলছে ।

হাঁফিয়ে উঠেছে জুলি ! একসময় ভেবেছিলো ভারতে মাদার টেরিজার আশ্রমে চলে যাবে । তারপর রডনির সাথে বিয়ে হল । জুলির এক বান্ধবীর দুই সন্তান নিজেরা সেক্স করতো লুকিয়ে ,ওদের বাবা ও মাকে দেখে । ভাবতো এইভাবেই লাভ জানায় মানুষ একে ওপরকে ! কিন্তু দুটি ভালোবাসার সংজ্ঞা যে একেবারেই ভিন্ন তা বেচারা শিশুরা বোঝেনি ।

ভাইকে তার বোন বলছে : “Fuck me harder,” “I want to taste your cum,” “I love your cock!”

পড়ছে ব্যাডগার্লস্ বাইবেল --Real Sex Stories That Will Make You Really Horny !

ওদের প্যাথোলজিস্ট বাবাকে নকল করে আবার বলছে: : এগুলো মন্দ নয় এসব হল টিস্যু আর রক্ত ।

সাইটোপ্লাজম, মাইটোকনড্রিয়া আর প্লাজ্মা !

জুলি ওদের বাবা মাকে সাবধান হতে বলে আর মনে মনে ভাবে যে এই শিশুকাল থেকেই যারা এসবে নিযুক্ত তারা বাকি জীবনটা কাটাবে কী করে ? সে নিজে গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের মানুষ । কাজেই ওর একটু সমস্যা হত । **এই অহেতুক সেক্স ওর একটা ফোবিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ।**

****

ওদের শহরের একপাশে, টিলার কাছে ছিলো এক বিশাল নদী । রায়্না নদী । আজ সেই নদী, শুষ্ক এক খালে পরিণত হয়েছে- প্রচন্ড দাবদাহে ।

সেই নদীতীরে অনেক মানুষের বাস । ওরা সবাই ভারত থেকে এসেছিলো বহুকাল পূর্বে ।

সবাই ওখানে বসবাস করে । লিটিল ইন্ডিয়া আরকি !

ওরা বিদেশের বাসিন্দা হলেও ওখানে নিজেদের সংস্কৃতি ও নিয়মকানুন মেনে থাকে । যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তারা এখন অন্যান্য রিফিউজিদের জন্য ক্যান্টিন চালায় ।

নিজেরাই স্কুল চালায় । মন্দির , মসজিদ্ আছে । আছে রকমারি দ্রব্যের বাজার । ফার্ম । ফার্মাস মার্কেট । গোশালা আর হাঁস মুর্গীর খামার । মাছের ভেড়ি ।

ওখানে একদিন গিয়েছিলো জুলিয়া । রডনিকে নিয়ে । খুবই ভালোলেগেছে । এরকম সেক্স সেক্স কেউ করেনা । বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সবাই ।

বিশেষ করে সকালে ও নানান উৎসবের সময় ।

শিশুরা সেক্সের কথা ভাবতেও পারেনা । ওদের স্কুলে ওরা সেক্স শিক্ষা দেয় হয়ত নিয়ম মাফিক , বায়োলজিও পড়ে ওরা- কিন্তু ঐ পর্যন্তই । কেউ পরীক্ষা করে দেখেনা । এদিকে জুলির বোনের ছেলে যে স্কুলে যায় সে নাকি নিজের ঠাকুমাকে গার্লফ্রেন্ড বানিয়ে সেক্স করে দেখেছে কেমন লাগে ! ঠাকুমাও নাকি বয়ে গিয়েছিলেন তাই এসব হয়েছে ওদের মধ্যে । তবে এগুলি কিছুনা । জাস্ট কিশোরের পরীক্ষা নিরীক্ষা , জীবনের পথে পা দেবার পূর্বে ।

জুলির গা গুলিয়ে ওঠে । যদিও সে বিদেশিনী তবুও এই কালচার ওর অসহ্য লাগে । সবাই কেন সবার সাথে শোবে ?

তাহলে বেশ্যা আর বৌতে তফাৎ কোথায় ? আগে রোমান্টিকভাবে সব হবে , মধুময় জীবন । তারপরে গোপন অভিসার ।

বিদেশে তো লোকে একসাথে থাকে তারপরে আলাদা হয়ে যায় । বহুবার । বিয়ে করার মতন মানুষ পাওয়া নাকি সহজ নয় । সবই যদি হয়ে যায় তাহলে কেবল দায়িত্ব এড়ানোর জন্য বিয়ে না করার ব্যাপারটাকে ও সমর্থন করেনা । আর লোকে এখানে দেখে নেয় যে সেক্সুয়ালি মিল হবে কিনা । কিন্তু তারজন্য কোটি লোকের সাথে শোয়া জুলির মনপসন্দ নয় ।

ওর একজনই পার্টনার ছিলো । আর রডনিকে বিয়ে করেছে । কলেজ জীবনে অবশ্যই এক বয়ফ্রেন্ড জুটেছিলো । কিন্তু সেগুলিকে বিদেশী সমাজ বলে লাস্ট । লাভ নয় । ওর অবশ্যই লাস্ট ছিলোনা । কিন্তু জুলিয়ানের সাথে বিচ্ছেদ হয়ে গেলো ওরা দেশ বদলানোতে । তখন ফেসবুক ছিলো না তো !

জুলিয়ান আর জুলিয়া দুটিতে ভালই মিলেছিলো ।

জুলিয়ার বাবা ও মা কিন্তু **চাইল্ডহুড লাভার** ।

ক্লাস ফোর থেকে দুজন দুজনকে চেনে । পরে বিয়ে ।

হয়ত সেইকারণেই জুলি একটু ওল্ড ধাঁচের ।

সেক্স ওর কাছে রোমান্টিক, মাধুর্য্য আনে । দাঁত মাজার মতন হুট করে সেরে চলে যাওয়া নয় নিজপথে । ও বন্ধুদের কটাক্ষ শুনে শুনে বলতো :: আমি মানুষ , রক্তমাংসের কাজেই আমার একটা মন আছে । রাবারের মানুষ নই যে সব জায়গায় গিয়ে রাব করবো !

রডনির মৃত্যুর পরে ও প্রচন্ড একা হয়ে যায় । ছেলে বিয়ে করেনি । কোনো গার্লফ্রেন্ডও নেই । কস্মিনকালেও নাকি ছিলো না । নিয়মিত চার্চে যায়

সেও । বাইবেল পড়ে । হোলি বাইবেল । সেক্সের বাইবেল নয় । হয়ত বিয়ে করবে না ।

ওকে বলেছিলো জুলি যে **ভারতের মেয়ে বিয়ে করো ।** ওরা তোমাকে দেখবে । সহজে ছেড়ে যাবেনা ; সামান্য কারণে-- আর সবসময় নাতিনাতনিরা সেক্স সেক্স করবে না ।

জিম কিছু বলেনি । জিমের পদবী সিং বলে সে গান গাইতেও খুব ভালোবাসে । পিয়ানো নিয়ে কতনা সঙ্গীত চর্চা করে । চার্চেও গান করে । ভালো গলা--একদিন বললো যে ঐ ভারতীয় এলাকায় ও গিয়েছিলো মেয়ের সন্ধানে । একটি মেয়েকে মনে ধরেছে । নাম তার গীতি মান্না । আদতে বাঙালি । মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে । মেয়েটি খুব ভালো । দারুণ কেক ফেক ও আইসক্রিম বানায় যা মায়ের প্রিয় ।

জুলিয়া, ছেলেকে সঠিক পথেই যেতে দেখলো !

আসলে ছেলে জিমের পছন্দের মেয়ে ফিবি (Phoebe) । **ফিবি লেরয় । নামের মতনই উজ্জ্বল মেয়ে ফিবি ।**

প্রথম আলাপেই প্রেম । শয্যা ফয্যা সবই । মা কেবল জানেনা । গীতির কথা গল্পকথা । ফিবির মাস্টারনি হল গীতি মান্না । ফিবি ওর কাছে বাংলা ও হিন্দি শেখে । মাথার চুল রাঙিয়েছে । হেয়ার ডাই । সোনালি চুল হয়েছে মিশকালো । ঈষৎ গোলাপি আভা তাতে ।

রোদের তাপে সমুদ্র সৈকতে শুয়ে দেহ করেছে বাদামি । অনেকটাই । হাতে চুড়ি, কানে মাক্‌ড়ি , নাকে নোলক । পায়ে আল্‌তা । আল্‌তার আলতো ছোঁয়ায় জিমের নকল ভারতীয় বৌ মেতে উঠেছে ।

ঐ ভারতের আড্ডায় আছে এক গুরুজি । লোকের ভাগ্য বলে । ইন্টারন্যাশেনালি ফেমাস্‌ । ফেমাস্‌ না হাতি ! অনেক দেশে গেছে । বাজারে বসে হাত দেখেছে তাই ফেমাস্‌ । একবর্ণও ইংলিশ পারেনা । হিন্দিতে বাক্য বিনিময় হয় । সাথে থাকে দোভাষী ।

গুরুজির নাম : **গনেশ আল খোবার জন গুরবিন্দর যোগীশ্‌ মহাবীর বোধি কবীর নানক্‌ সাঁইনাথ বিল্লিকুত্তা জানোয়ার নেহি ইন্সান** !

সর্বধর্মসমন্বয় আরকি ! কেউ রেসিস্ট বলতে পারবে না বিদেশে ।

ভদ্রলোক জিমকে বলেছেন যে তার শাদি হবে তো ফিবির সাথেই । ফিবি লেরয় । আর তার মাও নাকি সম্মতি দেবেন ।

জিম তো বুঝতেই পেরেছে যে এগুলি গালগল্প কারণ মা কোনোদিনই সাদা মেয়েকে বধূরূপে গ্রহণ করবেন না । ওঁর মতে ,তাতে নাতিপুতিগুলো সেক্সৌন্মাদ্ হয়ে উঠবে ; বাচ্চাদের বোঝাতে হবে যে স্ক্রুয়ের বাইরেও মানুষের ভূমিকা আছে । কেবল **স্ক্রু ফিক্স** করাই মানুষের কাজ নয় ! **মায়ের আসলে একটা ফোবিয়া হয়ে গেছে !!**

এদিকে ফিবি হিন্দি শিখেছে অনেকটা । ভারতেও গিয়েছিলো । আদবকায়দা শিখতে । ও-ই তো এবার হবে গীতি মান্না , তাই । কিন্তু ভারতে গিয়ে দেখে যে কেউ আর মাতৃভাষায় কথা বলেনা । দক্ষিণ ভারত ছাড়া ।

সবাই ইংলিশে কথা বলে । এমনকি রিক্সাওয়ালা , অটোচালকও । বৃথা হিন্দি শেখা তার । বাংলায় এখনও তত পটু হয়নি কিন্তু কলকাতাতেও কেউ সহজে বাংলা বলেনা । সবাই ইংলিশ প্রেমী । বাংলা নাকি গরীবের

ভাষায় পরিণত হয়েছে । যারা ইংলিশ পারেনা তারা বাংলা বলে ।

ফিবিকে একবার জিম বলেছিলো যে তোমার নামটা শুনলে কেমন অবাক লাগে । আগে তো বোঝাই যায়না কি এর উচ্চারণ তারপর দেখতে কেমন অ্যামিবার মতন । এরকম নাম কে রেখেছে তোমার ?

ফিবি চটে না । খুব হাসে । হেসে বলে :: অ্যামিবার লাভার আরেক ভাইরাস্ই হবে । আর ভাইরাস্ গান গায় না । তাই তোমার নাম হবে ভাইরাস্ সিং নয় স্টিং । এর গুঁতোয় মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে ।

দুজনেই হাসে খুব । হাসলে হৃদয় স্বাস্থ্যে ফেরে । এত স্ট্রেস আর টেনশান লোকের । উঠতে বসতে চাপ । কেউ হাসেনা । কেবল দৌড় ! আর হার্টের ব্যারাম ।

ওরা সবসময়ই হাসে । আসলে কাঁদেও না । তখনও হাসে । হয়ত প্রকৃত কান্নার সময় এখনও আসেনি ।

রডনি মারা যাবার আগে দেখে গেছে যে বৌ জুলিয়া অ্যালকোহলিক্ । স্রেফ মদ খেয়ে কেউ থাকতে পারে তা জুলিকে না দেখলে বিশ্বাস হয়না । ডাইরেক্ট বোতল থেকে খায় । এক ফোঁটাও নষ্ট করেনা । রডনি বলতো যে হাল্কা ওয়াইন খাও । কিন্তু জুলিয়া হুইস্কি, জিন্ , ভড্কা এসবই অভ্যস্থ । ওগুলো ওর প্রাণরস ।

কাজেই দ্রাক্ষারস চলেনা ।

সকালে উঠেই মদ খায় । বেলা পড়লে আবার মদ ।

বলতো : মদ কেনার পয়সা না পেলে সুইসাইড করবো ।

ভারতীয় আখড়ায় যায় । ওখানে আবার এক মেয়ে তার নাম মিমি প্রসাদ ওকে নিয়মিত **ব্লু ভাং লস্যি** খাওয়ায় । লস্যিতে ভাং মিশিয়ে দেয় আর ব্লু-বেরি । হয়ত তাই নীলাভ ঐ পানীয় । সেই ভাং এর নেশায় আজকাল মজেছে জুলিয়া । মদ কম কম খায় ।

মিমি প্রসাদ ওকে মন্দিরেও নিয়ে যায় । মজার ব্যাপার হল এখানে এক কালীমন্দির আছে সেখানে পূজারি হল এক চৈনিক মানুষ । ভদ্রলোক স্বপ্নে কালী পেয়ে ওখানে প্রতিষ্ঠা করেন । নাম মোহিত ড্যাং । মোহিত নামখানা নিয়েছে ভারতের ছোঁয়া দিতে নিজ সত্ত্বায় ।

পদবী ড্যাং । পুরুৎমশাই চৈনিক ধূপ দিয়ে মাকালীর পুজো সারেন । আমাদের মতন ধূপ হাতে নিয়ে ঘোরান না । ওপর নিচে করেন । আর প্রসাদে দেওয়া হয় চাউমিন , মোমো আর ফ্রায়েড রাইস ।

এছাড়া অন্য মন্দিরও আছে । খাঁটি ভারতীয় ।

বেনারসের হসপিস্ থেকে এক ম্যানেজার এসেছে । সে এখানে হস্পিসে কাজ করে । বেনারসে অনেকে মৃত্যু বরণ করতে যায় - মোক্ষের আশায় । তখন ঐ মুক্তিভবনে থাকে । ওখানে খাটপালঙ্ক আর খানাপিনার সব ব্যবস্থা আছে । বিদেশের হস্পিসের মতন না হলেও ভালো ব্যবস্থা । ম্যানেজার আলোকনাথ এখন এই ভারতীয় আখড়ায় হস্পিস চালায় । ওখানেই রডনিকে দিয়েছিলো জুলিয়া । সেবাযত্ন করেছে ওরা বটে !

হৃদয়ে ফুটো আর স্পন্দন বিভ্রাট ; অনেকদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলো রডনি । হস্পিসে নাকি অনেকে গিয়ে সুস্থ হয়েও ফেরে । পেন কন্ট্রোল হয়ে গেলে অনেকে আবার জীবনে ফিরে আসে ।

গনেশ আল খোবার জন গুরবিন্দর যোগীশ্ মহাবীর বোধি কবীর নানক্ সাঁইনাথ বিল্লিকুত্তা জানোয়ার নেহি ইন্সান মহাশয় নানান তাবিক কবজ দিয়ে মানুষকে সুস্থ করার চেষ্টা করেন ।

এখানেই আবার একধরণের লোক দেখেছে জুলিয়া । ওরা শ্রাদ্ধের সময়, মৃত মানুষের আত্মাকে দেওয়া সমস্ত খাদ্য খেয়ে নেয় । তারা একটা ঘটি নিয়ে সারাদিন বসে নাড়ায় যাতে কোনো না কোনো মানুষ মারা যায় । কারণ কেউ মারা না গেলে ওরা মাঠে মারা যাবে !

জুলিয়া অবশ্যই রডনির মৃত্যুর পরে ওদের ভুড়িভোজ

করায় ।

রডনিকে নিয়ে অনেক ভোগান্তি হল । কিছুতেই মারা যাচ্ছিলেন না । গুরুজিকে শেষকালে প্রে করতে না করে দেয় জুলিয়া আর জিম সিং । হার্ট লাং মেশিন বন্ধ হয় ।

গনেশ আল খোবার জন গুরবিন্দর যোগীশ্ মহাবীর বোধি কবীর নানক্ সাঁইনাথ বিল্লিকুত্তা জানোয়ার নেহি ইন্সান একটু বিরক্ত আর দু:খিত হন । হয়ত নিজের চমৎকার দেখানোর একটা সুযোগ হাতছাড়া হল বলে ।

--ঝড়ে কাক মরে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে ! মিহি সুরে বলে ওঠে মিসেস পোদ্দার । ভারতীয় আখড়ার আরেক রাঘব বোয়াল ।

ভদ্রমহিলা পানের শপ্ চালায় ।পান ছেঁচে দেয় । মিঠা পান, বেনারসি পান বিক্রি করে ।

সাথে ফ্রিতে দেয় লাড্ডু । ছাতুর লাড্ডু । দারুণ খেতে । এই চত্বরে ক্যাশের ব্যাপারগুলো ঐ মহিলা সামলায় । কমিউনিটির । অনেকে লাড্ডুর লোভে পান খেতে আসে । হরেক রকমের পান সাজিয়ে বসে পোদ্দার ।

জিম তো একটি কোম্পানিতে সেলস্ ম্যানেজার । ওর বাবার জুতোর কোম্পানি । সারাটা দিন কাজেই কাটে । ওকে মিসেস পোদ্দার বলে ওঠে:: এবার কাজটা কমাও । নাহলে ছেলেপুলে হলে ওরা ভাববে :: **এই লোকটা কে ? কোথার থেকে আসে রাতের বেলায় ? সারাদিনে তো একে দেখা যায়না ! ইটি নাকি ?**

নিজের সন্তানের কাছে পরিচিত হতে হবে তো !

পোদ্দার, ফিবির ব্যাপারটা জানে আর খুব এনজয় করে । তবে জুলিয়াকে বলেনি । জুলিয়া জানে যে হবু পুত্রবধূর নাম গীতি মান্না । **ফিবি লেরয়কে জুলি দেখেনি ।**

তবে গীতি মান্না নাকি রডনির ভূত দেখেছে । হস্পিসে রডনি মারা যাবার পরেই-ওর দেহ নাকি খাট থেকে শুন্যে উঠে যায় । ঐ অবস্থায় অনেকক্ষণ ছিলো । গীতি ভয় পেয়ে যায় । এটা অরিজিন্যাল গীতি মান্না । ফিবি নয় ।

হস্পিসের কতনা গল্পগাথা জানে গীতি । একটা অডিও বুক করছে ওরা । আজকাল লোকের মোটা মোটা বই পড়ার সময় নেই । তাই রেডিওর মতন ক্ষুদ্র যন্ত্র থেকে

ভেসে আসবে বইয়ের পাঠ । গল্প । **যেই মানবজাতি মরতে ভয় পায় তারাই কেমন সকালে উঠে বেঁচে আছে দেখলে ক্ষেপে ওঠে , হস্‌পিসে ।**

গীতি তো বই লেখার মতন অত খটোমটো জিনিস করতে চায়না । ওসব অসম্ভব সিরিয়াস ব্যাপার । কিন্তু হস্‌পিসের ভৌতিক কথা ও লাইফ আফটার ডেথ কিংবা সুস্থ জীবনে ফিরে যাওয়ার চমকপ্রদ সব ঘটনা ও তথ্য দিয়ে ভরপুর, ওর হৃদয়ে লেখা ডাইরিটা লোক সম্মুখে আনতে চায় । তাই অডিও বুকের ব্যবস্থা ! গল্পদাদুর আসরের মতন গীতিকথার আসর ।

ভারতীয় এই আখড়ার নাম সংহিতা । সংহিতায় এবার লেখা হবে গীতিকাব্য । শ্রবণের মাধ্যমে ।

জানবে অসংখ্য মানুষ ও মানুষী ।

জীবনের নয়, মরণের গল্প ।।

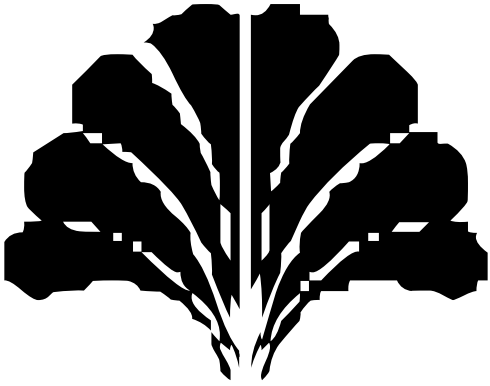

সংহিতায় আজকাল ভারতীয় হতে চাওয়া জিমের প্রেয়সী ফিবি, স্কুলে পড়ায় । ইংলিশ ।

সন্ধ্যায় হাতের কাজ করে । অচেনা লোককে সোয়েটার বুনে দেয় । বেডশীটে নক্‌শা করে দেয় । পিলো কভারে মিহিন সুতোর কাজ করে উপহার দেয় ।

এরকমই এক উপহার পেলো জুলিয়া , ফিবির কাছ থেকে । অবশ্য গীতি মান্না হিসেবে । **ফিবি লেরয়=গীতি মান্না ।**

নিজ প্রেমিকাকে পিটিয়ে ভারতীয় করবেই জিম সিং ।

মায়ের চোখে ধোকা দেওয়ার চেয়েও বড় জিনিস হল যাকে ভালোবাসে তাকেই স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চায় । সে যদি ভারতীয় হত মন্দ হতনা । কিন্তু সে এক সাদামেয়ে ! **সেক্সের ব্যাপারটার জন্য মায়ের, সাদা সমাজের প্রতি ফোবিয়া হয়ে গেছে ।** তাকে অমর্যাদা দিচ্ছে না জিম কিন্তু বিয়ে করবে লাভারকেই ।

অবশ্য গীতির সাথে শুয়ে নিয়েছে । গীতিও সেদিন ঢেলে দিলো নিজেকে । ঐ অডিও বুকের ব্যাপারে জিম একটু সাহায্য করছে ওদের । মার্কেটিং নিয়ে । তখনই গীতির সাথে সব লজ্জার ইতি । ব্যাপারটা অ্যানাল অবধি

গিয়েছিলো । গীতির অন্ত্রে ভয়াল জখম হয়ে যায় । রক্তনদী বয়ে যায় সেদিন । তখন সাহেবি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় । গীতিকে অ্যানাল দিলে হয়ত মা জুলিয়া রাগ করবে না । গীতি তো ইন্ডিয়ান । আর এরকমই তো জুলিয়া চায় । তবে রিয়ল আর আনরিয়ল গীতির ব্যাপারটা জুলি জানেনা ।

সংহিতার কেউ, জুলিকে এই ব্যাপারে বলেও না । লোকে হাসে । ভাবে পাগলিনী । বিদেশিনী হয়েও সেক্স মানে সহজ যৌনজীবনকে ঘৃণা করে !

জুলিয়াও কিছু মনে করেনা । জানে যে সে নিজে দলছুট্ !

ওর হয়ত পশ্চিমে জন্মানো উচিৎ হয়নি । প্রাচ্যই ঠিক ছিলো ।

গীতির অন্ত্র অপারেশান করতে হয় । চিকিৎসক রজার ডিমেলো বলেন : এসব করার আগে সেক্সের বই দেখে নেবে । জেল ফেল ব্যবহার করবে । হুট করে এসব করবে না । মারা যেতে পারে মানুষ ! অ্যাডভেঞ্চার করা ভালো । কিন্তু কোথায় কীভাবে করতে হবে সেগুলো আগে থেকে জেনে বুঝে নেওয়া আরো ভালো ।

ব্যাপারটা নিয়ে এত দূর হৈ-চৈ হয় যে ফিবির কানেও যায় । অবশ্য ওকে জিম নিজেই বলতো।

ফিবি , জিমকে ক্ষমা করে দেয় ফেথ্ ফুল না থাকার জন্য । বলে :: আমি এত কিছু করছি তোমার জন্য আর তুমি বিশ্বাসটা ভেঙে দেবে ?

জিম অবশ্যি বলে যে সে অল্প অবিশ্বাসী । গীতিকে নিয়েই এনজয় করেছে খালি । অন্য মেয়েদের দিকে ভুলেও দেখেনা । আসলে গীতি ওদের কাছাকাছি এসে গেছে মায়ের জন্য বা অডিও বুকের কারণে তাই হয়ত নিজেকে মেঘলা দিনে সামলাতে পারেনি ।

তবে অ্যানালের পরে সম্ভবত: গীতিও আর সহজে এমুখো হবেনা !

চিকিৎসক এও বলেছিলেন : নৈশ অভিযান ভালো তবে দেখো যেন নরখাদক হয়ে যেও না ।

গীতিও অভিযানের জন্যেই অভিসারে রাজি হয় । কিন্তু জিমকে নরখাদক নিশ্চয়ই বলবে না !

ইদানিং মায়ের মদ্যপ অবস্থা কমে গেছে । ব্লু ভাং লস্যিতে পেয়েছে । নিয়মিত খাওয়া চাই । ভাং ব্যাপারটা নাকি এদের কাছে ধর্মীয় । কাজেই অনেকেই খায় । শিবঠাকুর নাকি ভাং খায় । গড নেশা করে ।

ভালো কনসেপ্ট্ ! এদের নাকি সেক্সেরও গড আছে । মদন দেব , রতি , কামদেব । মা কি এসব জানে ?

আবার শুক্রদেব মানে প্ল্যানেট ভিনাস্ নাকি ওখানে বেডরুমে বাস করেন । স্পার্মের কারক উনি ।

মা এটাও জানেনা !

এদিকে সংহিতায় এখন সেক্স টুরিজ্‌ম্ শুরু হয়েছে ।

অনেক সাদা মানুষ, উন্নতস্তরের মানব সন্তানের লোভে এই ভারতীয় আখড়ায় আসা শুরু করেছে ।

এদের সংস্কৃতি অনেক সুস্থ । সেক্স নেই অত । সেক্সের বাড়বাড়ন্ত নেই বলে অনেক সমস্যা ও যৌনরোগ কম । এদের সমাজে আবেগ মৃত নয় ।

সাদাদের মধ্যে আত্মীয় পরিজন, কোনো বিপদে আপদে সময় দিলে সেটা খুব উদারতার ব্যাপার । এরা কিন্তু

এগুলি নিয়ম করেই করে । এদের পরিবারের এমনই জাদুকরী স্পর্শ । আজকাল অনেক পরিবারে ভাঙন ধরছে কিন্তু মূলভাব একই আছে । অতিথিপরায়ণ , আত্মীয় কুটুমের জন্য করা , বিয়ের সময় সবাই মিলে হৈ-হৈ । তিন চারদিন ধরে হুলুস্থুল , আনন্দ-খাওয়াদাওয়া , ওদের মতন হোটেল বুক করে এক দুবার ঢুঁ দেওয়া নয়- আর অনাবিল আড্ডা ।

খুবই জমজমাট সবকিছু । হয়ত তাই সংহিতায় মানসিক রুগী অনেক কম । প্রায় নেই-ই ।

এখানে অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজ হয় বলে কেউ কৈশোর থেকেই অপোজিট সেক্সকে খুশি করতে বেরোয় না তবে গীতির মতন দু-একজন জুটেও যায় । তা সবখানেই আছে । আর ফিবি যদি হবু বৌ হয় তাহলে গীতির সাথে ও ডেট্ করছে । কাজেই শয্যায় অভিযান হবেনা কেন ?

আর ও কোনোদিন ইন্ডিয়ান মেয়েকে অ্যানাল দেয়নি !

যদিও ওর মা জানে যে গীতিই ওর ফার্স্ট ফ্লেম আদতে তো তা নয় । সম্ভবও না । অনেক নারীই ওর গার্লফ্রেন্ড ছিলো । শুয়েওছে । কেবল মা জানেনা ।

তবে কোনো ভারতীয়কে অ্যানাল দেওয়া হয়নি ওর ।

কাজেই গীতির গীত শুনেছে । আর মেয়েটা নিজেই এসেছিলো । ফ্লার্ট করছিলো অডিও বুক করতে গিয়ে । গায়ে ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছিলো । বিভাজিকা নিমরাজি নয় ।

তাই ওকে বুকে টেনে নিতে দ্বিধা করেনি জিম সিং ।

এক বাঙালী তরুণ, ওদের ব্যাপারটা নিয়ে ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে হাসিমস্করা করছিলো । সংহিতার অন্দরেই । বাংলায় বলছিলো :: সাহেব তো গীতির পোদ ফাটিয়ে দিয়েছে রে ! যাক্! একটা হাফ্ সাহেব বাচ্চা হবেনা অন্তত: !

এটা আবার বেশ কিছুটা বাংলা শেখা **ফিবি লেরয়** শুনেছে । জিমকে বলেছে :: তোমাদের গল্প সংহিতার আনাচে কানাচে । (অ্যান্যাচে ক্যান্যাচে)

মা জুলিয়া আজকাল বায়না ধরেছে যে গীতির সাথে আলাপ করবে । বাড়িতে আনবে । কিন্তু জিম একটা ব্রতর ছুঁতোয় ব্যাপারটা আটকে দিয়েছে ।

বলেছে যে ওদের একটা রিলিজিয়াস ব্যাপার আছে তাই এই ব্রত করছে । পরে আসবে । রিয়ল গীতি অবশ্যই অনেক ব্রত পালন করে থাকে । গুরুজি : **গনেশ আল খোবার জন গুরবিন্দর যোগীশ্ মহাবীর বোধি কবীর নানক্ সাঁইনাথ বিল্লিকুত্তা জানোয়ার নেহি ইন্সান** মহাশয় ওকে নানান পালাপার্বণের হদিস্ দিয়ে থাকেন । গীতিও লক্ষ্মী মেয়ের মতন সব মানে ।

মা জুলিয়া ,খ্রীস্টমাসের সময় নিজে সমস্ত বাড়ি সাজালো । মদের গেলাস আর তেমন নেই হাতে বদলে ভাং এর ঘনঘটা আর তার মধ্যেই নানান রং এর রঙীন কাগজ, সল্মা চুমকি ,খ্রীস্টমাস ট্রি , বেল, সান্টা ক্লজ সব দিয়ে সাজালো । গীতি যদি আসে ! কিন্তু গীতি আবার নতুন একটা ব্রত পালন করছে । তাই হবেনা ।

কিন্তু এইভাবে আর কতদিন ? প্রশ্ন করে ফিবি লেরয় !

একদিন তো ওকে সবটা খুলে বলতেই হবে !

---সে তো হবেই কিন্তু যখন সময় হবে তখন । এখনও সময় হয়নি । তুমি আরো একটু ভারতীয় হয়ে নাও তারপর !

ফিবি চুপ করে থাকে । জানেনা কী ওর ভবিষ্যৎ । তবে **গনেশ আল খোবার জন গুরবিন্দর যোগীশ্ মহাবীর বোধি কবীর নানক্ সাঁইনাথ বিল্লিকুত্তা জানোয়ার নেহি ইন্সান** মহাশয় তো বিধান দিয়েছেন যে ওদের বিয়ে হবেই আর তা মায়ের মত নিয়েই কাজেই সেটাই ভরসা। ইন্টারন্যাশ্ন্যালি ফেমাস্ গুরুজি কী আর অসত্য ভাষণে মজবেন ? ওঁর প্রতিটা কথাই বেদবাক্য ।

তাই ফিবি একেবারে ভেঙে পড়েনি ।

এই এলাকায় আবার একটি কর্ণকুহরে তালা লেগেছে এমন মানুষের **(deaf dumb)** দোকান আছে । ওরা হোটেল চালায় । লোকে খুব খায় । খানাপিনা হয় । মেনুতে নাকি কোড দেওয়া থাকে সেই দেখে অর্ডার দেয় লোকে ।

অনেকে এদের সাথে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথাও বলে । আজকাল তো সাইনের যুগ । থামস্ আপ, ডাউন তো ফেসবুক টুকে থাকে । অনেকে সেরকম করে দেখায় । অনেকে মিডিল ফিঙ্গারও দেখায় । নানা মুণির নানা উপায় ! তবে মালিক কিন্তু সুস্থ । শুনতে পান । কথাও বলেন । কিছু অসহায় ভারতীয় মানুষের জন্য এরকম হোটেল চালান । সবাই সংহিতারই বাসিন্দা ।

সেখানেও খেয়েছে জুলিয়া । রডনিকে নিয়েও খেয়েছে ।

ওখানে এক মেয়ে কাজ করে তার নাম রাত্রি সাহা । সে বাঙালি । রান্নায় হেল্প করে ।

যদিও বাঙালি তবুও এসেছে নাইজেরিয়া থেকে । **Jollof rice** রান্না করে এখানে । ওটা ঐদেশ থেকে শিখে এসেছে । মেয়েটা বড় ভালো । অবসরে জুলিয়াকে মসালা চায়ে বানিয়ে খাওয়ায় ।

জুলিয়া নিজেও এখন বাড়িতে মসালা চায়ে বানিয়ে খায় । অতিথি এলে ওদেরকেও দেয় ।

এক স্কুল টিচারের সাথে কথা হচ্ছিলো । এইদেশে নাকি এবার স্কুলে সেক্স এডুকেশান দেবার সময় পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক ক্লাসরুমে সেক্স করে ওদের দেখাবে । প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা আরকি !

জুলিয়া হতভম্ব হয়ে যায় । আর কী কী বাকি রইলো ?

এগুলি পার্ভার্শান ব্যাতীত আর কী হতে পারে ?

দেহের চাহিদা ও ক্ষুধা সব প্রাণীরই থাকে । তাহলে মানুষ আর পশুর তফাৎ কোথায় ? কাঁচের দেওয়ালও নেই ?

জুলিয়া তো নিজেও এইদেশের মেয়ে । ওর তো কোনো সমস্যা হয়নি ; সেক্স এডুকেশান এতদিন যা ছিলো তাই পেয়ে ? আর ওখানে নতুনত্ব না এনে অন্য বিষয়ে আনা উচিৎ বলে জানিয়ে দিলো কড়া গলায় ঐ টিচারকে ।

টিচারও এর বিপক্ষে । কিন্তু ওপরওয়ালার সিদ্ধান্ত বদলানো যাবে কিনা কেউ জানেনা !

এই শিক্ষিকার স্বামী আগে কলেজে পড়াতো সেও এসবের বিপক্ষে । এখন লোকের বাড়ি গিয়ে চিমনি সাফ করে । ভদ্রলোক অনেক আগেই অবসর নিয়ে নিয়েছে । এখন লাইফ -এনজয় করে । আর হাত খরচের জন্য চিমনি সাফ । ওর নাকি বাসন মাজতে আর চিমনি পরিষ্কার করতে ভালো লাগে ; অনেক পরিশ্রম হয় এতে । দেহ ফিট্ থাকে । । উনুনের ওপরে রেঞ্জহুড আর উনুনও দরকার হলে সাফ করে দেয় । সবই নাকি শরীরকে তাজা রাখতে করা ।

ভদ্রলোক খুব পাংচুয়াল ; আগের বৌ পালিয়ে গেছে এইকারণে । । আগের স্ত্রী একবার এক হোটেলে খেতে যায় । সেখানে এই স্বামীদেবতাও যায় । কিন্তু বৌয়ের আসতে এক মিনিট লেট হয়ে যায় । তাতে ভদ্রলোক ওকে ডাইভোর্স করে দেয় । লেট লতিফ্ ওর দুই চোখের বিষ ! **তা বোঝে জুলিয়া ।** ওদের বাড়ির সমস্ত আবর্জনা ওকে দিয়ে সাফ করায় । লোকটির পয়সার খাই তেমন নেই আর গুছিয়ে কাজ করে । যা দাও দেবে ও কোনো দরদামে যায়না । সময় মেনে কাজ করেই ওর আনন্দ । হাতঘড়ি পরেই ঘুমায় । টাইম আর ডিসিপ্লিন মানলে

শরীর চাঙ্গা থাকে । এদের একটাই সন্তান । পুত্র সন্তান । ছেলেটি ৬ মাস ফার্মে কাজ করে । বাকি ৬ মাস ট্যাক্সি চালায় । নানান লোকের সাথে পরিচয় হয় মোটর

চালানোর সময় । মদ ও ড্রাগস্ ছোঁয় না । ওসবের বাজে দিকটা দেখেছে ট্যাক্সি চালাতে গিয়ে, বিভিন্ন যাত্রীর কল্যাণে । **ওর ফিলোসফি হল : প্লে অ্যান্ড ওয়ার্ক , ওয়ার্ক অ্যান্ড প্লে !**

তবে বাবার মতন এক মিনিট লেট করলে বৌকে ত্যাগ করবে এরকম মানুষও নয় সে ।

তার নাম **কোল** । কোনো যাত্রী তার বাহনে কোনো বক্স নিয়ে উঠতে অক্ষম । বোমার ভয়ে । বাক্সবদলের কোনো সুযোগ দেয়না সে । বাক্সই নেয়না, তাই সওয়াড়ি একা ওঠে । আজকাল মানুষের বিশ্বাস কমে এসেছে । প্রায় তলানিতে । তাই সে কাউকে এই ব্যাপারে বিশ্বাস করেনা । তবে মোবাইল ফোন নিতে দেয় । নাহলে আজকালকার যুগে সওয়াড়ি পাবে কোথায় ?

ওভার ইনফর্মেশানের যুগ । সবাই তথ্যের ভারে জর্জরিত । এত তথ্যের সত্যিই কি প্রয়োজন আছে সাধারণ মানুষের জীবনে ? ভাবার বিষয় বলেই মনে করে কোলের বাবা এক্স প্রফি শউন ।

কোল নানারকমের মানুষ দেখে । অনেককে আবার কোলে করে বাড়িতে তুলে দিয়ে আসে । যারা অতিরিক্ত মদ্যপান করে বেহুঁশ হয়ে যায় । অনেক ক্ষেত্রে ও ভাড়াও মকুব করে দেয় ।

এইভাবেই এক যাত্রী মিস্টার রিংঝিং এর সাথে আলাপ হয় । ভদ্রলোক, ভারতের সিকিমের মানুষ । বিদেশে এসে কঠোর পরিশ্রম করে আজ এক মোটর কোম্পানির ডিলারশিপ নিতে সক্ষম হয়েছে । সিকিমে ওর নিজস্ব মদের কারখানা আছে । শীতের রাজ্য তো !

এখানে- মোটর কোম্পানির ডিলারশিপ নিয়ে শুরু করেছে আর কোলকে বলেছে যে পরে ওকে ম্যানেজার করে নেবে । খুবই বন্ধুত্ব হয়েছে । কোলের বাসায় খেতেও গিয়েছিলো । ওর মা , শিক্ষিকা রিটা সেই অ্যাফ্রিকান রাইস (**Jollof rice)** রান্না করে খাইয়েছিলো ।

লোকটি অশেষ জ্ঞানী । বলে কিনা :: ওখানে ওরা তো ফ্রাইড্ রাইসও খায় । তুমি সেটা বানাতে জানো ?

সত্যি তো সে কি জানে ? রাত্রি নামক মেয়ের কাছে ফিউশান ফুড বানাতে শিখেছে । আসল রেসিপিগুলি জানে কি ?

রিংঝিং অসম্ভব জ্ঞানী ও পন্ডিত । ও নাকি একটা আজব মেশিনের আইডিয়া নিয়ে পেটেন্ট করতে দিয়েছিলো এক ইনোভেটরকে । সেই লোকটি সাহেব । কোলকে বললো : সাহেবরা নাকি অনেক বেশি সৎ ? দেখো না এই ইনোভেটর যার নাম মিকি ডিজেল সে আমাকে পেটেন্ট

করিয়ে দেবে বলে আইডিয়া চুরি করে নিজের নামে পেটেন্ট করে নেয় ।

আমি নিজের বৌয়ের গহনা বিক্রি করে ওকে ১৫০০ বিদেশী টাকা দিয়েছিলাম পেটেন্ট এর জন্য । ও নাকি নতুন ইনোভেটরদের খুব হেল্প করে । **লোকটি, এক বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানিকে আইনের প্যাঁচে নাকানিচোবানি খাইয়ে অনেক মিলিয়ন অর্থ পেয়েছে কারণ ঐ কোম্পানি ওর আইডিয়া চুরি করেছিলো ।**

এই সৎ ইনোভেটর আমার মতন নতুন ও ক্ষুদ্র আবিষ্কারকের আইডিয়া হাতিয়ে- নিজের নামে পেটেন্ট করে নেয় । যখন আমি ওকে জিজ্ঞেস করি তখন আমাকে বাপ্ মা তুলে গালাগালি দেয় । আমি অসৎ ভারতীয় তাই একজন সাদার নামে এসব বলছি । ও কেন এগুলি করবে ? ওর অনেক নাম, যশ ও অর্থ । আর কেউ এগুলি বিশ্বাসও করবে না । বাইরে গিয়ে বললে (রিংঝিংকেই) আমাকেই উন্মাদ বলে ভাববে । এই আইডিয়া ওর নিজের । আমার (রিংঝিং এর) নয় ।

রিংঝিং আর কথা বাড়ায় নি । যদি লোক লাগিয়ে মেরে ফেলে ওকে, এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কেউ টের পাবেনা ।

বড়লোকেরা সব পারে । তবে রিংঝিং এর মাথাটা তো আর লোকটি হাতাতে পারবে না তাই নিজেই ছোটমোট

আইডিয়া দিয়ে ব্যবসা শুরু করে আজ অনেকটা এগিয়েছে । ডিলারশিপ পেয়েছে । এখন ক্ষুদ্র সেই অফিস । ওর ইচ্ছে, এই স্টেটের পুরো মোটর কোম্পানির ডিলার হবার । আর বিশাল একটা ফার্ম কেনার । সেখানে ও আরামে থাকবে । সবুজের মাঝে । হরিণ আসবে গভীর রাতে হয়ত ওর সাথে মৃগশিরা করতে । ও শতভিষায় তখন স্বাতী বাজাবে আর অনুরাধা ওর প্রতিটি শিরায় শিরায় রোহিনী কিংবা মঘা করবে । ও জ্যেষ্ঠ্যা হবে আর অনেক অনেক উত্তরফাল্গুনির ছায়ায় বসবাস করবে ।

কোল বলে ওঠে : তোমার পোয়েট হওয়া উচিৎ ছিলো আবিষ্কারক ফারক না হয়ে ।

ও নাকি আগে ভারতে থাকতে ; ফলকনামায় খ্যাতনামা প্রাসাদের কাছে কোথায় শায়েরি পড়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলো । আগে নাকি লিখতে ভালোবাসতো শায়েরি ইত্যাদি । **এখন মেশিনে শায়েরি করে ।**

বলে : যন্ত্র মানব আর শায়ের এই দুইয়ের মিলনে রিংঝিং এর জন্ম । একটা ওল্ড হিন্দী সিনেমার গান শোনালো ওকে । অর্থটাও বললো । চমৎকার !

চাঁদ মেরা দিল, চাঁদনী হো তুম্ ।

চাঁদ সে হ্যায় দুর , চাঁদনী কাঁহা ??

মানেটা অপূর্ব । তবে এটা রিংঝিং লেখেনি । কিন্তু রিংঝিং নাকি এরকম লিখতে পারতো ।

পরে নিজের লেখা একটা শোনালো, পুরনো খাতা থেকে পড়ে ।

-আমার প্রতিটি দু:খে তুমি চাঁদনী হয়ে লেপ্টে থাকো ;

তাই তো আমি তোমার চাঁদ

আর তুমি আমার সল্মা চুম্কি প্লাবিত

বুটিদার নীল জোছনা !

রিংঝিং কিন্তু তার প্রেয়সীকে পেয়ে গেছে । সে ঐ সংহিতায় বাস করে । নাম রাধে রথ । মেয়েটি সংহিতায় কাজ করে । সাধারণ মেয়ে একটা ।

রিংঝিং বলে : সাধারণ মেয়েই ভালো । মিস্ উইনিভার্স বিয়ে করে কী হবে ?

রাধে ; লোকাল গ্রসারি শপে কাজ করে । সেখানে হজমি গুলি, হাজমোলা, বোরোপ্লাস থেকে শুরু করে ভারতীয় মুগুর ছাপ জিনিস আর মাইশোর স্যান্ডেলের সাবান ও লিজ্জৎ পাপড় পর্যন্ত পাওয়া যায় ।

মেয়েটি একা থাকে । রাধে রথ মনে হয় উড়িষ্যার মানুষ । সঠিক জানেনা কোল । একটু ল্যাপাপোছা চেহারা । রিংঝিং এর মতনই । অবসরে সে নাকি ব্যালে নাচ শেখে । যার কাছে শেখে সেই মহিলা ওর কাছে কথক নাচ শেখে । কেউ কারো থেকে পয়সা নেয় না ।

আইডিয়া নাকি রিংঝিং এর । রিংঝিং কেবল নানান আইডিয়া ফাঁদে । কখনো টেকনিক্যাল আর কখনো বা সাধারণ নানা টেকনিক্ ।

রিংঝিং ওর প্রেয়সীকে নিয়ে যখন বাইরে যায় তখন জিপিএস ব্যবহার না করে ওকে দিয়ে জিপিএস এর কাজ করায় । **তাতে রাধের মুখটা বন্ধ থাকে । মেয়েরা এত কথা কোথায় পায় সেটা রিংঝিং এর কাছে এক বিস্ময় । এত কথা বলে যে অসম্ভব বোর হয়ে যায় মাঝেমাঝে । বেশির ভাগই বাজে কথা আর একই কথা রিপিট করতে থাকে ।**

কোল হেসে বলে ওঠে : তা কথা বন্ধ করার আইডিয়াটা ভালই বার করেছো দেখছি !

চাওড়া, হলুদ মুখে দাঁতের সারি দেখা দেয় । চোখ কুঁচকে হেসে ওঠে রিংঝিং । বলে : ও মজা পায় । ভাবে আমি ওকে বেশি ট্রাস্ট করি জিপিএসের চেয়ে ।

মেয়েদের সময় অসময়ে চোখের জল ঝরানো আর অনর্গল কথা বলে যাওয়া ওর একেবারে না পসন্দ । কিন্তু ওদের ছাড়া জীবন চলেনা । রাতে ওদের লাগে আর ভালোমন্দ খাবার ওরা ভালই বানায় ।

রাধে অবশ্য কম কাঁদে । কথা অসম্ভব বলে । কিন্তু চোখের জলে খরা । তাই রক্ষে । দুটো একসাথে হলে সামলানো মুস্কিল বলেই মনে হয় রিংঝিং এর ।

--কেন , তোমার তো আইডিয়ার খনি আছে । ফট্ করে একটা ফেঁদে ফেলবে তখন ! হো হো করে খুব হাসে কোল ।

আজ কিন্তু প্রাণখোলা হাসি হাসার জন্য কোল জীবিত নেই । যে মানুষটি বাক্স নিয়ে কাউকে মোটরে চড়তে দিতো না বোমার ভয়ে ; সে নিজেই ট্যাক্সি সমেৎ এক্সপ্লোড করে মারা গেছে । মোবাইল ফোনের কারণে । মোবাইল ফোনটি কোনো কারণে বোম ব্লাস্টের মতন ঘটনা ঘটিয়ে- ওকে মেরে ফেলেছে ।

লুকিয়ে চোখজোড়া মুছে নেয় রিংঝিং ! পাছে কেউ দেখে ফেলে ওকে। কান্না হল নারীর অলঙ্কার । রিংঝিং এর মতন সফল লিকার ব্যবসায়ী ও ইনোভেটর অনেক

কঠোর ও শক্ত । লৌহমানব । তার কি আর কাঁদলে চলে ? বুকে পাষাণ চেপে ধরে বসে আছে ।

কোলের মৃত্যুর পরেও-একবারও প্রাণ খুলে কাঁদতে পারেনি ।

বৌয়ের কোলে শুয়ে থেকেছে । দু:খ কম করতে বুঝি । রাধেও বলেছে :: কাঁদো , হাল্কা লাগবে ।

তবুও পারেনি । কিন্তু বুকের ভেতরে অসম্ভব চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার ।

ট্যাক্সি দেখলেই কোলের কথা মনে হয় । ওকে ম্যানেজার করবে বলে কথা দিয়েছিলো । সেগুলি মনে হলে কষ্ট হয় । আগে জানতো না যে ছেলেদেরও কান্না পায় । পুরুষও হাপুস নয়নে কাঁদে । পুরুষ সবকিছু হৃদয়ে পুষে রাখেনা । হার্ট অ্যাটাক অনিবার্য তাহলে । এত যন্ত্রণা , যন্ত্র মানবের বুকে । তাই বুঝি আজকাল ওর ট্যাকিকার্ডিয়া দেখা দিয়েছে ।

হৃদয়ের লাগাম্ছাড়া স্পন্দন ! ট্যাকিকার্ডিয়া ।

--সময় সুযোগ বুঝে অনেক কাঁদো । এটাই তোমার ওষুধ । নিজের আবেগকে সময় দাও । স্পেস দাও ।

রিলিজ করো ইউনিভার্সে সমস্ত ইমোশান্স্ । নাহলে নিজের সাথে নিজের যুদ্ধে পরাজয় হবেই । আর ভেঙে পড়বে এতদিন ধরে গড়ে তোলা তোমার সাঁচী স্তূপ।

রাধে খুব ম্যাচিওর্ড তাইনা ? একেবারে বেস্ট সেলিং অথারদের মতন কথা বলে । আচ্ছা ও কি শায়েরি করে ? কে জানে ! মনের গভীরে সবাই শায়েরিতেই আছে । নাহলে এত ধূলো, ময়লা মেখে রোজ রোজ বাঁচা যায় নাকি ? রাতে গভীর ঘুমের সময় সবাই শায়েরি করে ।

তখনই থাকে ডিপ্ পিস্ । সেই শায়েরি ভাঙে প্রভাতে ।

ময়ূখমালির কিরণ মেখে । তার আগে অবধি নিকষ কালো আঁধারে সবাই শায়েরি করে । গভীর নিদ্রায় । শায়েরি মানে কি ? আনন্দ । সাহেবরা কী বলে ?

- **Rejuvenation** !

প্রতিটি কোষে আনন্দ ছড়িয়ে ঘুম ভাঙে । সবাই আসলে শায়েরি করে । কেউ লিখে কেউবা মনে মনে ।

রাধে আবার আইসক্রিমের দোকান খোলার প্ল্যান করছে । বলে : **তোমার মগজে তো আইডিয়া গিজ্‌গিজ্ করে ।**

আইডিয়া গিজ্‌গিজিং । কাজেই আইসক্রিমের দোকান খুলতে হলে কী করতে হবে বলে ফেলো ।

মালকিন কিন্তু স্টকের অর্ধেক আইসক্রিম রোজ খাবে নিজেই । সেটা ভেবে আইডিয়া দেবে ।

দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়ে । রিংঝিং হাসে কিন্তু কাঁদে না । তাই বুঝি এত ট্যাকিকার্ডিয়ার দাপট্‌ !

রাধে অবশ্যি বলেছে যে ও আর রিংঝিং বিয়ে করলে তখন রাধে কিছুদিন আর রিংঝিং কিছুদিন কাজ করবে । অন্যসময় ওরা বাচ্চাদের দেখবে । বাচ্চারা ন্যানির কোলে মানুষ হোক্‌ ও চায়না । আর তারা মানুষ হবে । টাকা রোজগারের মেশিন নয় । যা ভালো লাগবে তাই করবে । যা প্যাশান তাতে সবটা ঢেলে দেবে ।

বাবার মতন প্রযুক্তিবিদ্‌ অথবা মায়ের মতন আইসক্রিম বিশারদ্‌ হবার প্রয়োজন নেই ।

যদি ঘাস কাটে তাহলে সেটাই মন দিয়ে করবে । তবেই একদিন শ্রেষ্ঠ বাগিচা বিশারদ্‌ হয়ে উঠবে ।

রাধের তো কথার শেষ নেই । স্ফুলিঙ্গ থেকে কথার শিখা সৃষ্টি করে এক একটা । কাজেই ওকে আইডিয়া ফাঁদে বলে কটাক্ষ করলেও নিজে কম আইডিয়া নিয়ে

খেলে না । এখনও বাচ্চাই হয়নি ! এতসব ভাবা তো আইডিয়াই হল নয় কি ?

আপাততঃ ব্যালে ক্লাস বন্ধ আছে । আইসক্রিম স্টেজে নেমেছে । দেখা যাক কবে আবার ব্যালে ক্লাসে যায় !

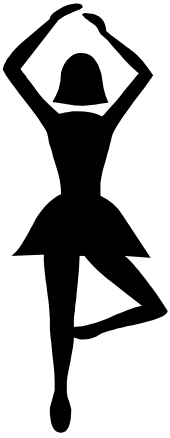

বিলাস তুলসীবাগওয়ালে নামক মানুষটির উচ্চতা প্রায় সাত ফিট্ । চওড়া মুখ ও কপাল । মাথায় একটিও চুল নেই । গোঁফ ও দাঁড়িবিহীন মুখ । ফর্সা রং আর বেশ শক্ত পোক্ত শরীরের গড়ণ । একটি চোখ নেই তার । সেই জায়গাতে প্লেন মাংস । মনে হয় যেন কপালের পরেই গাল । অন্য চোখটি সুস্থ সবল । কিন্তু একচোখেই দেখে বেশ । তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার ।

সে নাকি আগে ২৫ বছর ধরে ইংল্যান্ডে ছিলো । তার মা কোনো কাজ করতো না । কেবল কেউ জলে ডুবছে দেখলে, তাকে বাঁচানোর চাকরি করতো । ঐ সংস্থার সাথে জড়িত ছিলো । সারা বছরে মাত্র ১০০০০ পাউন্ড পেতো । পরে বাবা ঝামেলা করায় কুকুদের যোগা শেখানোতে যোগ দেয় । **ডগ ইয়োগা তাই একে বলা হয় ডোগা ।** মায়ের খরচের হাত সাংঘাতিক । ছেলেপুলেদের বেস্ট স্কুলে পড়াবে । ভালো হোটেলে খেতে নিয়ে যাবে ইত্যাদি । নিজে নির্ভর করার মতন কোনো কাজ করে না তাই বাবার চাকরির ওপরেই সব নির্ভর করতো । বাবা বলেছিলো খরচ কমাতে । মা কিছুতেই নিজে

কম্প্রোমাইজ করবে না । শেষকালে বাবা ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেয় ।

তবুও ইন্সুরেন্স এর সব খরচ দিতো । মা অন্যের বাড়িতে গিয়ে রাতে শুতো ওদের গ্যারজ বা অন্যত্র । দিদিমার সাথে বাবার ভালো বন্ধুত্ব ছিলো কিন্তু দিদিমাও নিজের মেয়েকে বাগে আনতে অক্ষম বলেই মায়ের জীবনে সুখ ছিলো না । ভীষণ বেশি খরচ করতো ।

আসলে মায়ের নাকি ফেমিনিস্ট ভাবধারা । তাই যা খুশি করতো । বাবার কোনো কথাই শুনতো না ।

শেষকালে সন্তানেরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় । বাবা অন্য সংসার পাতে । ওদের ওল্ড বাড়ি বিক্রি করে অর্ধেক টাকা মাকে দিয়েছিলো ওর ভালোমানুষ বাবা । সেই টাকা নাকি হীরে জহরতে খরচ করেছে আর আল্পসে ঘুরে এসেছে ।

নিন্দুকে বলে : পুরোটাই মিথ্যে । পাসপোর্টে কোথাও ঐদেশে যাবার ছাপ নেই আর ইংলিশেও পটু নয় । একেবারেই পারেনা । হিন্দিতে কথা বলে ।

এইদেশে সে সংহিতায় থাকে, আরো অনেক ভারতীয়র সাথে । এখানে নাকি আগে কোনো এক গুজরাতি লোকের দোকানে কাজ করতো । জামাকাপড়ের দোকান । সেখানে মালিক- ওর নামে অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে সেখানে

তার সমস্ত দুনম্বরি অর্থ জমা করতো । ওর কোনো উপায় ছিলোনা । কারণ তখন সবে ইংল্যান্ড থেকে এইদেশে এসেছে । তাই জেনেশুনেই সে রাজি হয় এই ভয়ানক খেলায় । বদলে খেতে পরতে পেতো ।

কেন সে ইংল্যান্ড ছেড়ে এই পোড়া দেশে এলো জানতে চাইলে বলতো যে ওখানে বড্ড বেশি ঠান্ডা । ওর সহ্য হতনা ।

কেউ কেউ বলে যে ওখানে ওর এক বৌ ছিলো । তাকে ফেলে পালিয়েছে । কেউ বলে ওখানে কখনো যায়নি ।

নানা মুণির নানা মত ।

কেউ বলে : হতে পারে কোনো জেল পালানো কয়েদি । হয়ত চোখটা আগেই গেছে । পরে প্লাস্টিক সার্জারি করে ওরকম করে নিয়েছে !

যাইহোক্ বর্তমানে তুলসীবাগওয়ালে এই এলাকায় ইন্সুরেন্স এজেন্টের কাজ করে । ফায়ার ইন্সুরেন্স করায় । এখানে গরমকাল হলেই দাবানল লাগে আর বহু বাড়িঘর, গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে যায় । শুকনো গাছপালা থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে । দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে **স্বপ্ন-বাসর** । বাতাসের তেজে আগুন ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে ।

গৃহপালিত পশু ও ফার্মের পশুরা অনেকেই মারা যায় । কেউবা পালাতে সক্ষম হয় । কাজেই মানুষ ইন্সুরেন্স করে রাখে যাতে পরে কিছুটা টাকা ফেরৎ পায় অথবা কিছু কিছু জিনিসের মূল্য পেয়ে যায় । তবে স্মৃতি চলে যায় । নিজ হাতে তৈরি করা বাড়ি পুড়ে ছারখার নিজের চোখের সামনে । তাতে মনোবেদনা হয় । অনেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে । তাদের কাউন্সেলিং করে তুলসীবাগওয়ালে । কোম্পানি থেকে টাকা দেয় ওদের, ইন্সুরেন্সের কারণে ।

একবার একটি ভ্যাড়ার লোম পুড়ে যায় । সে পালাতে সক্ষম হয় । পরে অগ্নি নেভানোর জন্য মানুষ ওখানে গেলে ঐ ভাড়্যাটি নিজের পোড়া দুই হাত বাড়িয়ে দেয় । হয়ত খুব যন্ত্রণা হচ্ছিলো তার !

সংহিতায় এখনো কেউ এই ইন্সুরেন্স নেয়নি । এদিকে সুবিশাল বৃক্ষরাজি ও ঘন অরণ্যের হাতছানি নেই । অনেকদূরে ন্যাড়া পাহাড় । সেখানে পাথরের সমাহার । গাছ খুবই কম । নামেই বন-জঙ্গল আর গাছ । সেরকম কিছু নয় যে ঝট্ করে দাবানল এসে সব গ্রাস করবে ।

মাঝে বিরাট এক নদী যদিও এখন অনেক শুকনো । কাজেই এই চত্বরে দাবানল হয়নি এখনো ।

এদিকে আবার শিলালিপি আছে । প্রাচীন লিপি । গুহালিপি । গুহামানবের লিপি । তার বয়স অনেক ।

লালচে রং এর এই লিপি দেখে মনে হয় আগেকার মানুষ কেবল লাইন আর ডট টানা ছাড়াও ভালোরকম আর্ট জানতো !

বিলাস ; ইন্সুরেন্স কোম্পানির দালালি করার পরে যেটুকু সময় পায় এইসব গুহালিপি নিয়ে চর্চা করে কাটায় ।

এক বৃদ্ধ সাহেব, নাম ম্যাক- বসে বসে এগুলি নিয়ে লেখাপড়া করে । সারাটা সময়, লোকটি বসে বসে পড়াশোনা করে । এক তাঁবু খাটিয়ে থাকে । বিকেলে বিলাস তুলসীবাগওয়ালে ওকে সঙ্গ দেয় । দুজনে মাংস পুড়িয়ে খায়, পেঁয়াজ আর শসা দিয়ে । পেঁয়াজের খোসাগুলো খুলে নিয়ে সেগুলি শুকিয়ে চিপ্স বানায় ।

এখানে তিনরকম পেঁয়াজ মেলে । সাদা, গোলাপী আর মেরুন । তিনটের স্বাদ ভিন্ন । ওরা এক এক সময় এক একটা দিয়ে খায় । আর বিলাস ঐ নাইজেরিয়ার ভাত রান্না করে । জোলোফ্ রাইস। বুড়োর সাথে ভারি ভাব ।

বুড়োর বুড়ি শহরে থাকে । কখনো কখনো আসে ।

ভদ্রমহিলা নিজে সবজি চাষ করে খায় । বুড়োর জন্যও আনে । বিলাসও পায় । সন্তানেরা সবাই যে যার কর্মস্থলে আছে । **এই ভদ্রলোক সংহিতায় ঢুঁ মারে মাঝে মাঝে । বিশেষ করে উৎসব হলে ।**

ভারতের মানুষদের ওর খুব ভালো লাগে । অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজ , পরিবারের শক্তপোক্ত গঠণ আর আচার বিচার । একই মানসিকতার মানুষের মিলন হয় অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজে তাই বেশ টেঁকসই এই বিয়ে বলেই ওর মনে হয় ।

তুলসীকে বলেছে : দু-নম্বরী টাকাগুলো থেকে ধরা পড়োনা যেন। সাবধান !!

লোকটির স্ত্রী তো এখন বৃদ্ধা । কমবয়সে লেখাপড়া করার খুব ইচ্ছে ছিলো ওর । **নাম জয়না । জয়না জয়নার । জয়না নাম , জয়নার পদবী ।**

খুবই ইচ্ছে ছিলো তার ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার । কিন্তু পরিবারের চাপে কাজে ঢুকে যায় ।

কৈশোর থেকেই মাংস কাটার দোকানে কাজ করতো । পরে সবাই বলে যে টাকা ধার নিয়ে ইউনিতে না পড়ে কাজের জগতে এগিয়ে যাক্। তাই হল । মাংস কাটা থেকে নিজ মাংসের দোকান । তারপর বড় শপিং মলে

সাপ্লাই । সারাটা দুনিয়ায় সবকিছু তো শপিং মলে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে !

অনেকদিন এরকম কাজ করলো । শেষকালে মাংস কাটতে গিয়ে একটা স্তন কাটা পড়ে । মেশিনের মধ্যে কীভাবে ঢুকে গিয়েছিলো । এরা তো ডিপ্ কাট্ সব জামা পরতে অভ্যস্থ । কাজেই এরকম কোনো পোশাকের ফলে এই দূর্ঘটনা । তবে বিশেষ অসুবিধে হয়নি তাতে । কারণ মহিলার জন্ম থেকে তিনটি স্তন ছিলো । একটি স্তনে দুটি ভাগ ছিলো । একদিকে একটি পূর্ণ স্তন অন্যদিকে দুটি সরু স্তন । কাজেই পরে সার্জেন ওগুলি কেটে দুদিকে বসিয়ে দেয় । তবে বয়ফ্রেন্ড পেতে সমস্যা হচ্ছিলো । যে কোনো ডেটে গেলেই আগে বলে দিতো এই ঘটনা । ফলত বয়ফ্রেন্ড পগার পার ।

পরের দিকে নিজে বয়ফ্রেন্ডদের খুশি করতে রান্না করে দিতো ওদের । তবুও কেউ টেঁকেনি । সুস্বাদু খাবার প্লেটে হাজির থাকলেও !

অবশেষে এই ভদ্রলোক, যার জীবন কেবল পুঁথি , উনি এই মহিলাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন । জয়নার জয় হল ।

আর কি ? ভদ্রলোক সারাটা দিন, বই আর শিলালিপি নিয়ে বসে থাকেন ।**পর্বতকে স্তন ভাবার সময় কৈ ?**

বিদ্যাকে মনে করেন দেবী । নারীদেহের সৌন্দর্য্য নিয়ে তার মনে কোনো কৌতুহল নেই ! শিলা তার কাছে পাথরের নাম মাত্র , কোনো রূপসী নারী নয় যে শিলা কি জওয়ানি থাকবে !! শিলা ইজ টু সেক্সি ফর দিস্ প্রফি ।

এই সংহিতার দোরগোড়ায় ওকে বহুদিন ধরেই দেখছে বিলাস তুলসীবাগওয়ালে ।

তুলসী গাছের মাহাত্ম্য জানা হয়ে গেছে বিলাসের কাছে । বলেছে : যার নাম এত হোলি সে এজেন্টের কাজ করে কেন ? তার প্রিস্ট হবার কথা ।

ওর স্ত্রীর নাম তো জয়না জয়নার । আর ও হল ম্যাক ম্যাকডোনাল্ড। আজব মিল তাইনা ?

জয়না এখন মাংস ছেড়ে স্যালাডের দিকে ঝুঁকেছে । মাংসের দোকান বিক্রি করে দিয়েছে । এখন কেবল স্যালাড্ খায় । দুনিয়ায় যে এতরকমের স্যালাড্ হয় বিলেৎ ফেরৎ বিলাস (ইংল্যান্ড ফেরৎ) জানতো না ! নানান সস্ এর কারিকুরি আর তাজা সবজির মেলা । সঙ্গে হরেকরকমের ফল আর পেঁয়াজ, শসা ও টমেটোর মিলন । পোস্ত , শাক্ ও রেড রাইস্ও দেয় জয়না । শুধু

স্যালাড্ খেয়ে থাকে আজকাল । দেহ ঠান্ডা থাকে আর এখন যেহেতু সেরকম কাজ করেনা তাই ক্যালোরির দরকার নেই তেমন । বেশি কার্বোহাইড্রেট খেলে মোটা হয়ে যেতে পারে ।

জয়নার যুক্তি একদম সলিড্ । কিন্তু এতে বেচারা বৃদ্ধ ম্যাকের মুস্কিল হয়েছে । সে খেতে ভালোবাসে । ভোজনরসিক । তাই ডিনার যে স্যালাডে এসে ঠেকেছে তাতে খুশি নয় । লাঞ্চ তো ঘরে খায়না ! বাইরে খায় ।

তাই বুঝি তুলসীবাগের সাথে মিলে মাংস পুড়িয়ে খায় সংহিতার পাশে বসে । শিলালিপি নিয়ে গবেষণা করতে করতে ।

আগে ওর স্ত্রী জয়না ভারতীয়দের সহ্য করতে পারতো না । শ্রীলংকার মানুষ নাকি অনেক ভালো । ভালো চৈনিক আর অন্যান্যরা । ভারতীয় দেখলেই দোকানের দরজা বন্ধ করে দিতো । সবকটা চোরের বংশধর বলে ওর ধারণা ছিলো । কিন্তু সংহিতার পরশে মত বদলে গেছে । এদেরও যে কৃষ্টি কালচার আছে , এরা যে সবকটা চোর নয় , সভ্যতা ভদ্রতা জানে- সেগুলি দেখেছে আর মুগ্ধ হয়েছে ।

জয়নাকে জয় করেছে সংহিতা , মনু সংহিতা নয় ভারতীয় ক্ষুদ্র জনপদ সংহিতা, যেখানে বাস করে অনেক ভারতীয় আর আছে নাচের একটি বিল্ডিং । নাম নাচঘর । সেখানে ভারতীয় শ্রাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মূর্চ্ছণায় নেচে ওঠে অনেক সুন্দরী । নানান অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে । জয়নার দারুণ লাগে ! এত ব্রাইট সব শাড়ি , সোনালী চওড়া পাড় আর কারুকার্য দেখে বোঝাই যায় যে এরা চুরি-চামারির পাশে পাশে যথেষ্ট সভ্যও ছিলো ।

আসলে সবরকম লোকই আছে সবখানে ; সেটা এখন জয়না বেশ বুঝেছে । তাই হয়ত এখানে প্রায়ই আসে । স্বামীর কাছে বসে আর ভারতীয় রায়্তার স্বাদ নেয় থেকে থেকে !

জয়না আর ম্যাকের এক মেয়ে আছে । সোফিয়া । শর্টে সোফি । সে মোটরগাড়ি চালাতে ভয় পায় । তাই সবজায়গায় বাস ও ট্রেনে যায় । এখানে আবার শহরে ট্রাম চলে- কলকাতার মতন । সেই ট্রামে করেও সোফি ভ্রমণ করে ।

সম্প্রতি তার ভারতে পোস্টিং হয়েছে বলে বাবা ও মা খুব খুশি । ওর কোম্পানি ওকে ভারতে পাঠাচ্ছে ।

ও সফট্ওয়্যারে কাজ করে । একটি সফট্ওয়্যার তৈরি করেছে ওরা- যা দিয়ে ইলেকট্রনিক সিগ্নেচার সত্যি আসল মানুষ করেছে কিনা সেটা বার করা যাবে । আসল মানুষ নাহলে সেই সাইন করা যাবেই না । সেই ব্যাপারে ভারতে যাবে , সফট্ওয়্যারের মক্কা । যদিও অফিসে লোকেরা বলে যে ভারতীয়রা কোডিং স্লেভ ।

সোফি আগে থেকে কিছু ভাবতে চায়না । গিয়ে দেখুক নিজ চোখে । সংহিতায় ঘুরে গেছে , ভারতের স্বাদ নেবার জন্য । একটি দক্ষিণী, সুন্দর শাড়ি কিনে পরেছিলো যা দেখে তুলসীবাগওয়ালে ওকে মজা করে বলেছে : **ডবল ফল্ট !**

আসলে ও অবসর সময় খুব টেনিস খেলে । টেনিস দেখে । রজার ফেডেরারের বিরাট ফ্যান ।

তাই তুলসীবাগ ওকে ডবল ফল্ট বলে ক্ষেপায় । কারণ এক হল ওকে মানাচ্ছে না । মনে হচ্ছে ল্যাম্পপোস্টে কাপড় জড়ানো আর দ্বিতীয়তঃ ও শাড়িটা ভালো করে পরতেও পারেনি । ফলস্ লাগায়নি বলে পায়ের দিকে উঁচু হয়ে আছে আর আঁচলটা উল্টো দিয়ে ফেলেছে !

সোফির সাথে তুলসীর ভালই সখ্যতা আছে ।

ও আবার শাস্তি দেবে তুলসীকে ; মজা করার জন্য ।

বলেছে : ডোন্ট টিজ্ মি ! ইউ উইল বি পানিশ্ড্।

মামা উইল পানিশ্ ইউ ।

শাস্তি হল :: নেমতন্ন খেতে এসে ওদের বাড়ি, স্যালড্ খেয়ে থাকা গোটা একদিন আর স্যালাডে তুলসীপাতা দেওয়া অন্যান্য সবজির সাথে !

- তোমাকে খেতেই হবে ! সোফির কড়া গলায় শাসন ।
- রোজ তো হাবিজাবি খাও, আজকে নাহয় একটু ডিটক্সের চেষ্টা করলে ! আর তুলসী হল হোলি । সেটা শরীরে ঢুকলে তোমার সেই দুনম্বরী টাকাগুলো থেকে কোনো বিপদ্ হবে না । বুঝলে !

সোফি সত্যি খুব চিন্তিত ঐ দুনম্বরী ব্যাঙ্কের টাকার জন্য । এটা বিদেশ । ধরা পড়লে জেল হবে ।

আর তখন হয়ত আবার ইংল্যান্ডের মতন দেশ বদলাতে হবে !

লাস্ট লাইনটা সোফিয়া মনে মনে ভাবে । উচ্চস্বরে কখনো বলেনা !

সোফির প্রথম বয়ফ্রেন্ড একটি কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে বহুকাল আগে । এক মোটরচালক মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর সময় এসে বেকায়দা ধাক্কা মারে । তখন ওর প্রেমিক রিক্ মারা যায় । বহুদিন যাবৎ সোফি অশান্তিতে ছিলো । **পরে এই সংহিতায় এসে ভারতীয় যোগা শিখে, মনকে শান্ত করতে সক্ষম হয় ।**

এখানে এসে দুই অনাথ মেয়েকে দত্তক নেয় । খুবই ছোট ছিলো তারা । ওদেরও বাবা এবং মা নিহত হয়েছিলো কোনো অ্যাক্সিডেন্টে । ওরা সংহিতায় একটি অনাথ আশ্রমে থাকতো । ওদের বাড়ি নিয়ে যায় সোফি । আর বিয়ে-শাদি করেনি । এখন মেয়েরা অনেকটাই বড় । ওদের গ্র্যাজুয়েশান , প্রথম চাকরি, প্রথম বাড়ি এবং বিয়ে দেখে যেতে চায় । দেখতে চায় ওদের সন্তানদের এবং তাদের বেড়ে ওঠা !

নিজে মনে হয় আর সংসার করবে না । দুই মেয়ের নাম খুব অদ্ভুত । **চমন আর জুগনু । দুটি ছেলেদের নাম ।**

ওর ভালোলেগেছে বলে রেখেছে ।

চমন আর্মিতে যেতে চায় আর জুগনু হতে চায় দর্জি । ফ্যাশান ডিজাইনার । তবে ও নাকি প্রিজনারদের গিয়ে সেলাই শিক্ষা দিয়ে, স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে ইচ্ছুক ।

সোফির পূর্ণ সমর্থন আছে এই ব্যাপারে ।

ও মেয়েদের নিজের মতন করে মানুষ হতে দিতে ইচ্ছুক । সোফি ; আগে একটা সফট্ওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করতো যাদের হসপিটাল্ ও ল- ফার্ম ছিলো ।

তিনটে ব্যবসা করতো একসাথে ওরা । সফট্ওয়্যার ,

ল- ফার্ম আর হসপিটাল্ । আজব ব্যবসা ওদের !

ল-ফার্মে আর হাসপাতালে কোনো কেস এলে আগে যাচাই করা হত যে ওরা কেসটা জিতবে কিনা বা অসুখ সারাতে সক্ষম হবে কিনা । যদি **না** হয় এর উত্তর তাহলে ক্লায়েন্টকে/ রুগীকে- আহ্বান জানানো হতনা । কারণ তাতে করে ওদের রেকর্ড ভালো থাকবে । আর ওদের কেস হ্যান্ডেল করে যদি অসুখ না সারে কিংবা কোর্টে হেরে যায় তাহলে ট্র্যাক রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে, তখন প্রেস্টিজে আঘাত লাগবে । **লোকে ওদের বাজে হাসপাতাল বা ল-ফার্ম বলে ধরবে ।**

সোফি চাকরিটা স্রেফ এই কারণে ছেড়ে দেয় ।

চিকিৎসক আর আইনজ্ঞ ; এই দুয়েরই কাজ মানুষের সেবা করা । ওষুধ আর সুবিচার দিয়ে । তারা যদি নিজেদের ট্র্যাক রেকর্ডের কথা ভেবে কাজ করে তাহলে সমূহ বিপদের মুখে পড়বে জনসাধারণ । তাই মরাল গ্রাউন্ডে ও কাজটা ছেড়ে দেয় । অন্য একটি কোম্পানি জয়েন করে । এটা ভারতীয় কোম্পানি । ওয়ার্ক কাল্চার খুব একটা ভালো নয় । মাইনে কম দেয় । বেশি খাটায় আর দিনরাত কর্মীরা বসে বসে নোংরা পলিটিক্স করে ।

এমনকি এদের অফিসে এশিয়ানদের ইন্টার্ভিউ নেবার সময় ব্যাক্তিগত প্রশ্নও করা হয় । কে কোথায় কীভাবে থাকে, ঘরে কজন শোয়, ডিনারে কী খায় , মাসে কবার বাইরে খায় , কোথায় বাজারে করে, কী ব্র্যান্ডের পোশাক পরে ইত্যাদি ।

সোফির খুব মজা লেগেছিলো । এখানে প্রায় সবকটাই তো ইন্ডিয়ান ; তাদের আবার এত কি সাহেবিয়ানার পরীক্ষা ? কাজটা পারে কিনা সেটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ।

ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক হয়ে লাভ কী ??

ভারতকে জানার জন্য ঢোকে । এখন ভারতে পাঠাচ্ছে ওকে । চমন আর জুগনু এখানেই থাকবে আর মায়ের স্যালাড খাবে । বাবা তো বাইরে শিলালিপি নিয়ে

গবেষণায় ব্যস্ত থাকে সবসময় । রাতেও তাঁবুতে শোয় । চারপাশে আগুন জ্বলে । বন্য পশুর ভয়ে ।

ওর বান্ধবী ; মাশা ডেলাইনা এসেছিলো বাবাকে নিয়ে

ইউ -টিউবে একটা ডকুমেন্টারি দেখাবে বলে ।

ওরা দুই রাত বাবার সাথে তাঁবুতে ছিলো ।

এখন সেই তথ্যচিত্র ইউ-টিউবে দেখা যায় ।

বাবার এইসব প্রত্ন বিষয়ে অশেষ জ্ঞান । প্রত্নবিদ্ বাবার প্যাশান কিন্তু আইসক্রিম/কেক মেকিং ও কুকিজ্ বেকিং । একসময়, একটা ছোট কার্ট নিয়ে আইসক্রিমও ফেরি করেছে । সোফি তখন খুব ছোট । **দিনে প্রত্ন আর রাতে আইসক্রিম-পুরুষ বাবা ; খুব ডাইনামিক্ ।** বসে বসে শিলালিপি পড়লেও খুব পরিশ্রমী আর কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে বন্দী থাকতে পছন্দ করে ।

রাধে নাম্নী এক মেয়ে যে সংহিতায় থাকে সে নাকি বাবার কাছে আইসক্রিম বানানোর পাঠ নিতে ইচ্ছুক ।

কার্টে করে করে আইসক্রিম ফেরি করা নাকি খুবই রোমাঞ্চকর , রোমহর্ষক ব্যাপার রাধের কাছে ।

কাজেই বাবার কাছে আসতে চায় ।

তুলসীবাগওয়ালের কাছে শুনেছে সোফি ।

এখন কেবল **বাবার হ্যাঁ-** শোনার অপেক্ষা ।

বাবা খুব মুডি । মেজাজি । কাজেই কবে হ্যাঁ বলবে কেউ জানেনা । তবে বলবেই! কারণ যেকোনো জিনিসের মেন্টার হতে বাবার অসম্ভব ভালোলাগে ।

আর বাবা ভালো টিচার । কাজেই না বলবে না ।

ইদানিং তো বাবা আর তুলসী, রোজ রাতে আগুনের তাপ নিতে নিতে তাঁবুতে কাটায় । তুলসী মাংস ভাজে । পোড়ায় । তারপরে খায় ।

চাঁদ উঠলে তুলসী গান গায় । ওর মুখটা আগে দেখলে ভয় লাগতো সোফিয়ার । এখন অভ্যাস হয়ে গেছে ।

চমন আর জুগনুও আগে ভয় পেতো । এখন খুব দোস্তি হয়ে গেছে ওদের ।

এমনই এক রাতে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন । কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা আর তুলসী তারা নিজেরাও জানেনা । ঘুম ভাঙে অসম্ভব তাপে আর পরিত্রাহি পশুর ডাকে ।

চারিদিকে আগুন জ্বলছে । কালো ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে । সংহিতা ঘুমন্ত পুরী । এখন মধ্যরাত । তারই মধ্যে ছুটে চলেছে অনেক পশু ; প্রাণভয়ে ।

গভীর রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে জ্বলছে লাল আগুন । যেন কয়লার ইঞ্জিনে কেউ সমানে কয়লা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অগ্নিশিখা ।

শুষ্ক বাতাসের তোড়ে অগ্নিশিখা এগিয়ে চলেছে । সর্বগ্রাসী এই আগুন গিলে ফেলছে এক একটি বাড়ি, ফার্ম আর হাঁস মূর্গী ভ্যাড়া !

অনন্তকালের এই মারণ ফ্লেম, ধেয়ে চলেছে লোকালয়ের দিকে । যেহেতু এখন মধ্যরাত তাই ফায়ার ফাইটার আসতে সময় লাগবে **! ততক্ষণে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে ।**

আস্তে আস্তে এলো তারাও । অগ্নি নির্বাপক সবকিছু নিয়ে । আকাশ থেকে জল বোমার বৃষ্টি । বন- বনান্তে ।

দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা ন্যাড়া , পাথুরে পাহাড় এখন অনেকটাই শান্ত ।

অগ্নিশিখা ক্লান্ত । তবুও পুড়ে গেলো পুরো সংহিতা । বেশিরভাগ মানুষ ছিলো ঘুমের দেশে । উঠে পালাবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলো চিরদিনের মতন ।

কেবল তাদের পার্থিব শরীরের ভস্ম দেখা গেলো আনাচে কানাচে ! **হেলিকপ্টার থেকে নিচে ফেলা জলবোমার অত্যাধুনিক কৌশলও বাঁচাতে পারলো না সংহিতার কণা । প্রকৃতির নির্মম দাউ দাউ ।**

অনেক অনেক মানুষ মারা গেলো । মারা গেলো প্রায় সবাই । একটি গোটা ভারতীয় বসতি ছারখার হয়ে গেলো পুড়ে , রাবণের লঙ্কার মতন ।

তুলসীবাগওয়ালে-কে দিয়ে কেন ফায়ার ইন্সুরেন্স করায়নি কেউ সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যেও আর কেউ জীবিত নেই । শুধু বেঁচে ছিলো সাতজন । তুলসীবাগওয়ালে, সোফির বাবা , জুলিয়ার হবু পুত্রবধূ ফিবি আরো জনা চারেক মানুষ । আর সবাই পরপাড়ে !

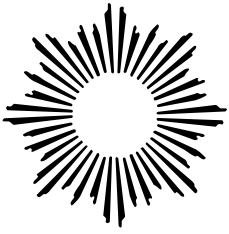

জুলিয়া সংবাদ পেয়েছে । সব টিভি চ্যানেলে দেখিয়েছে । পুরো ভারতীয় আবাসন নি:শেষ হয়ে গেছে আগুনের কারণে । অনেকে দাবানল বললেও আরেকটা তথ্য হল এই যে সোফির বাবা আর তুলসীর জ্বালানো আগুনের শিখা থেকেই এই বিপত্তি ।

তবুও লোকে একে দাবানল বলে ধরে নিচ্ছে । কারণ অন্য তথ্য জানলে ওদের হয়ত জেল হয়ে যাবে ।

পুরো একটা কলোনি তো শেষ হয়ে গেছে । তার সাথে জড়িত আরো দুজন মানুষের যেন কোনোভাবেই ক্ষতি না হয় ; তাই জীবিতরা কেউ মুখ খুলছে না । সবাই বলছে, শুক্‌নো পাতার নূপুর পায়ে, দম্‌কা বাতাস এসে জ্বালিয়ে দিয়েছে সব ।

শুকনো গাছের শাখা প্রশাখায় ঘষা লেগে জ্বলে ওঠা এই দাবানল ; প্রকৃতির খেয়ালিপনা । এতে কোনো মানুষের হাত নেই । থাকার সম্ভবনাও নেই ।

আসলে যদিও এই এলাকায় দাবানল লাগলে, নদী পেরিয়ে আসার আগেই নিভে যাবার প্রবল সম্ভাবনা তবুও

কখনো, কোনো অশুভ লগ্নে এইপাড়েই হয়ত বা শুরু হয়েছে আগুনের বিভীষিকা ! কে জানে ?

আসল সত্য কেউই জানে না । তবে সোফির বাবার মাংস পোড়ানো বহ্নিশিখাই যে এর উৎস- তার সম্ভবনাই বেশি । **সম্ভাবনা , সন্দেহ কিন্তু রিয়েলিটি বলে প্রমাণিত নয় ।**

কিছু কিছু সত্যের উদ্‌ঘাটন না হওয়াই ভালো ।যেই সত্যের প্রকোপে বহু মানুষ তলিয়ে যেতে পারে অতলে ; সেই সত্য ঢাকা থাকাই শ্রেয় ।

অল্প মিথ্যেকে আশ্রয় করে কেউ যদি সুস্থভাবে বেঁচে বর্তে থাকতে পারে, এই নির্মম জগতে তাহলে মন্দ কি ?

যা হবার তা তো হয়েই গেছে । আর যেন নাহয় সেটা দেখাই বেশি প্রয়োজন । **অগ্নিমন্থের সন্ধান না করে !!**

নিজের বিবেককেও কখনো কখনো বলি দিতে হয় বৃহত্তর স্বার্থে !

তাই আর এই বিষয় নিয়ে কেউ জলঘোলা করেনা ।

সময় বয়ে যায় নিজ খাতে ।

আর অন্যদিকে জয় হয় ভালোবাসার ।

জুলিয়া যখন জানতে পারে যে তার পুত্র জিমের ভারতীয় প্রেয়সী গীতি মান্না ঐ ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তখন দুচোখ বেয়ে অজস্র জলকণা পড়ে ।

জিম অবশ্য বলে যে একটি মেমসাহেব ওখানে ছিলো । নাম ফিবি । সে ভারতীয় সংস্কৃতি শিখতে ওখানে ছিলো । নাচ টাচ শিখেছে । হিন্দিও পারে কিঞ্চিৎ ।

ফিশ্, প্রণ বিরিয়ানি শিখেছে ।

ওর নাকি মুসলিম কান্ট্রিতে, আর্কিটেকচার দেখতে যাবার খুব ইচ্ছে ছিলো । কিন্তু আজকাল মুসলিম দেশের ভিসা ছাপ, আমেরিকা যাবার সময় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে ভেবে ও যায়নি । কিন্তু সংহিতায়- ও হায়দ্রাবাদ ও লক্ষ্মৌ এর নানান ইসলামিক আর্কিটেকচার ও সুন্দর মিনার দেখে মুগ্ধ হয়েছে । **এগুলি মিনিয়েচার কিন্তু আসল গুলো দেখতে নাকি ভারতে যেতে চায় । অসম্ভব ভারত প্রেমী মেয়েটি । শান্ত স্নিগ্ধ ভালো মেয়ে । জুলিয়াকে নাকি সে বলে নীলকন্ঠী কারণ জুলি ব্লু- ভাং লস্যি খায় !**

শুনে জুলিয়া ভারি খুশি । ছেলেকে বলেই ফেলে :: তাহলে ওকে একদিন নিয়ে এসো আমার বাড়ি ।

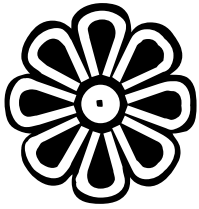

জুলিয়া বাগিচা প্রেমী । নিজ হাতে নানান ফুলের গাছ ও অর্কিড লাগিয়েছিলো । ইদানিং মদ্যপান না করায় আবার বাগানের শোভা বৃদ্ধিতে লেগে আছে । **এখন অবশ্যই ভাং খায় । ব্লু বেরি জারিত নীল/ব্লু ভাং লস্যি ।**

কিন্তু অবসরে বাগান করে । মিনি কটেজে অপরূপ ফুলের মেলা ।

আলতো করে একটা বেগুনি ফুল তুলে, ছেলেকে দিয়ে বলে :: **আমার তরফ থেকে এটা ফিবির কাছে পৌঁছে দিও । আর বলো ওকে যে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক ।**

জিমের স্বপ্ন আজ এইভাবে সার্থক হবে- কখনো ভাবেনি । ব্যাথা জড়িয়ে আছে এই জয়ে । যুদ্ধ-জয়ের মতন । যুদ্ধ ; নিজ পরিচিত কারো সঙ্গে হলে যেমন হয় আর কি ! তবুও খুশি একটা কারণে । মাকে এবার একটা সত্যি কথা বলেছে ।

গীতি মান্না সত্যি সত্যিই মারা গেছে , আগুনে পুড়ে !

সমাপ্ত

Information ::

Mukti Bhavan,Varanasi, India:::

It's a place of celebration, where dying guests are promised freedom for their souls. And where one man, whose father is No. 14,544 in the ledger, finds himself torn between two worlds.

By Moni Basu, CNN

http://edition.cnn.com/interactive/2014/04/world/india-hotel-death/index.html?hpt=hp_t5

In 1897, writer Mark Twain called Varanasi, "older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together."

মধুছন্দে

লাভা

লাভা বেরিয়ে গ্রাস করছে মানুষ মুখ

আমি দু:খিত

আমি মূর্চ্ছা যাই ।

বিষাদের কবলে পড়ে মানুষ

লাভা শানায় ।

লাভার স্রোতে ভাসে পুরনো অসুখ,

চাওয়াপাওয়ার হিসেব আর

আঁখিপল্লবের ঝড় ।

সবটুকু বেরিয়ে গেলে শান্ত নদী ।

আমাকে তোমরা সবাই ক্ষমার মালায় ঢেকো ।

আলজিভ্

গলায় ঘৃণ্য কাঁটা- আল্‌জিভে বিষ

ডাক্তার আমাকে কেমো করে ।

কেমিক্যালের মালায় সজ্জিত আমার

নাম আজ হাতের টিকিটে লেখা

কিছু নম্বরের সারি ।

এই নম্বর হয়ে উঠতে গিয়ে ছেড়েছি বাসা,
ভালোবাসা , সাহিত্য কবিতা ।

টুইটারে দু চার কলি ব্যস্ !

ইন্সটাগ্রামে কোষের কান্না -

আলজিভে বিষ ছুঁলে এরকমই হয় ।

সুযোগসন্ধানী

রাষ্ট্রের নিন্দা , নেতাদের নিন্দা , পরিবারের নিন্দা

না করে শান্তিতে ঘুম দিই ।

এত বকম্ বকম্ আর পায়রা সাজার চেয়ে

চুপ করে জানিয়ে গেলাম সমস্ত নালিশ !

যারা বুঝতে পারে তারা বোঝে , অন্যরা অবুঝ ।

আমি লাল লাল পতাকা নিয়ে বার হলেও তারা
বুঝবে না কিছুই ।

অনেকদিন পর, সব শান্ত হয়েছে দেখলে এসে
বলবে : আমার অসুখ করেছিলো -এখন

আমি ভালো আছি !

তারপর তোমার দিনটা কেমন কাটলো ?

বুড়োমানুষ

বুড়ো মুগুর ভাজে !

ভাজতেই হয় । সংসারে কেউ নেই ।

চাঁদ ধরতে গিয়েই হল কাল ।

দেশে তো ভালই ছিলো । বিদেশে এসে বুড়ো মুগুর ভাজে । হাত পা কাঁপে । হৃদয়ে ফুটো ।

তবুও বুড়ো মুগুর ভাজে । বিদেশে বসে ।

চাঁদ ধরতে গিয়েই সব ভ্যানিশ হল ।

পুরনো মন্দির

তাজমহল কিংবা ব্যাবিলনের শুন্যদান নয়

এক প্রাচীন মন্দিরে

লুকানো ছিলো রত্নভান্ডার ।

পুরোহিত সেই মণিমানিক্য নিয়ে,

পগাড় পার ।

ঠাকুরের একটা চোখের মণি খুবলে নিয়ে

পালালো যে পুরোহিত সে আজ ব্রাহ্মণত্বের
অহংকারে জ্বলে যাচ্ছে ।

পাশে বসা এক ডোমরাজা, তাকে শীতল বারি দিয়ে
বাঁচিয়ে রেখেছে ।

মিঠি মিঠি স্বরে বলছে বুঝি : আইসক্রিম খাবে
ঠাকুর মশাই ?

প্রেত পুরুষ

প্রেত পুরুষের আশ্চর্য মুখ আমি দেখলাম । তোমরা বলো প্রেত , অশুভ । আমি বলি পিতৃযোনি থেকে এসেছেন ।

শাস্ত্র মতে ঘোরকলিতে অধিক ব্যাভিচার ;

তবুও দেখো জগৎময় কেমন

সন্ন্যাসী পাখিরা উড়ছে !!

ওরা সবাই নাকি সেই অবিনশ্বর আলো দেখেছে যা থেকে এসেছি আমরা । তারাই সায়েন্সকে চ্যালেঞ্জ করছে আর বলছে বিজ্ঞানীরা সব প্রেতপুরুষ !

আচ্ছা বলো দেখি, প্রেত হোক্ পিতৃ হোক্

পুরুষ তো বটেই ? নয়কি ?

ক্যাকটাস্

যারা ক্যাকটাসে সাজিয়েছে ঘর

তাদের নিয়ে কবিতা কৈ ?

মরুশহরেও বৃষ্টি নামে !

উটেরা দলবেঁধে সেদিন পিকনিকে যায়।

তাঁবু খাটিয়ে উট বিরিয়ানি বানায় ।

আরবী বিরিয়ানি ।

আর আমরা সবুজাভায় বসে বসে

সুবাসিত রুটি আগুনে শেঁকে নিয়ে

ঘর সাজাতে এনেছি শায়েরি গোলাপ ।

ক্যাকটাসের উপবনও মাধুরী ছড়ায় ;

কে বলে ক্যাকটাস্ মানেই রক্ত হোলি ?

অ্যাক্টর

হেমা মালিনী , বিন্দিয়া গোস্বামী , আশা পারেখ , সায়রা বানু , বিদ্যা সিন্‌হা আর যুক্তা মুখীর

মধ্যে যদি বাছতে বলি,

আবদুল্লাহ্‌ বাছে সাধনা আর নন্দাকে ।

নুতন আর দিয়া মির্জার মাঝে নুতনকে বাছে ।

কঙ্গনাকে না বেছে ; কাজল আর সীমা বিশ্বাসে মন ।

এতসব রূপবতী দেখে বুঝি চোখ ধাঁধিয়েছে !

ফাইল

একটা ফাইলে বন্দী ছিলো সিনা ।

সবকিছু শেষ হল ফাইল থেকে সিডিতে উঠেই !

সিনার যাও বা অস্তিত্ব ছিলো

এখন তা বাগে হারিয়েছে ।

এই বাগ পোকার সমগোত্রীয় ।

বাগানের মিষ্টতা নেই এতে ।

অমলতাসের মান ভেঙে

রাধাচূড়ায় ঢেলেছিলো মন

তাই সিনা ফাইলে গেছে ।

মানব মানবী আজকাল শুধু ডিজিটে থাকছে ।

আলোকতন্তু আর বিদ্যুতের সাজে সজ্জিত সিনার তবুও উত্তরণ ---সিডিতে উঠেছে ।

কঙ্কাল

অশনির সাথে আমার ভাব হয়েছে

কারণ আমি আর কঙ্কাল বার করিনা ।

ও কিছু বললে আমি হেসে সরে যাই ।

ওকে লেপ তোষকে মুড়ে রাখি , সবসময়

আর দিই অজস্র মেকআপহীন কেক

আফগানি জাফরান আর লুটেপুটে খাওয়া

অর্গানিক যত !

ওর দিল্ আছে , তাই দুলারি আছে

ওর স্পন্দন আমি শুনতে পাই এসব বলেই খালাস্ । অশনি খুশি হয় আর আমার হয় প্রমোশান । ওর হৃদয়টা মোম, নয় মর্মর মূর্তি -**অশনি খুব খুশি হয় কারণ আমি আর কঙ্কাল বার করিনা ।**

বাজিরাও

বীর বাজিরাওকে নিয়ে

সিনেমা করতে লাগলো এক হাজার বছর ।

যোদ্ধা তো আগেও ছিলেন ,

ইতিহাসের পরতে পরতে ।

মস্তানি কেমন যুদ্ধ করতো বলো ?

আর বাজিরাওয়ের পাটরাণীর বিরাট হৃদয়

কোমলতা ওখানেও , নারীর কাছে যা চায়
দিনশেষে প্রতিটি পুরুষ !

ফেমিনিস্টরা কেন মুখ গোমড়া করে ?

মস্তানি তো একাই একশো !

চীনাবাজার

কলকাতার চায়না টাউনে চাইনিজ খেতে খেতে

শিখেছি চীনাভাষা , অক্ষর চিত্রিত যেন !

চীনাবাজারে পাথরের গয়না

আর গরম মোমো মেখে

যখন চাইনিজ শিখলাম

সেইসময় বাইরে যুদ্ধ লেগেছে !

চীনের প্রাচীরের চেয়েও শক্ত এক প্রাচীর

ভেদ করে, ভারতীয় বোমারু বিমান নষ্ট করলো অনেক শত্রু শিবির । চীনাবাজারে পাথরের গয়না

আর গরম মোমো মেখে ,যখন চাইনিজ শিখলাম

কলকাতার চীনারা তখন জানতো যে বাইরে যুদ্ধ লেগেছে !

লজিকে চলে

কম্পিউটার নাকি লজিকে চলে

শোনো ওদের কথা ! হাসবে না কাঁদবে ?

হিউম্যান রেসকে নেক্সট্ লেভেলে নিয়ে যেতে
পারে, এমন সব গবেষণা যারা করে তারাই বলছে
যে কম্পিউটার নাকি লজিকে চলে !

এরা মোবাইলের অ্যাপ্ লেখা , যত্তসব
ছেলেভুলানো মানুষ নয় !

চাঁদনী রাতে হঠাৎ এলো ফোন ।

শুনি, আমাকে পুলিশ পোশাক পরে এক্ষুনি
নামতে হবে রাজপথে !

কম্পিউটারেরা, স্লেভারি থেকে বার হবার জন্য মিছিলে নেমেছে। ওরা ক্রীতদাসত্ব চুরমার করবে

কম্পিউটার নাকি লজিকে চলে !!!

বৌ পোড়ানো

বৌটি তোমার কেউ ছিলো না বলে যদি প্রতিবাদ না করো তাহলে একদিন দেখবে ঐ বৌটির মরা মুখে মর্ফিং করে কেউ তোমার মেয়ের মুখ বসিয়ে দিয়েছে !

বৌ পুড়িয়ে যারা পার্টি করে

তারা যতই নাচুক জোড়ায় জোড়ায় নির্লজ্জ নাচ

অন্যদিকে জাদুকরী কেউ

মর্ফিং এর কলাকৌশল শিখে নিয়ে

ইলেকট্রিক গিটারে বাজাতে চলেছে

তোমার আপন কারো মুখ ।

কাজেই সন্ধ্যা হবার আগেই সূর্যপ্রণাম করো ।
কেবল **জবাকুসুম মন্ত্র** বললেই বা ক্ষতি কি ?

আলু চাষী

কোট পরা আলু চাষীরা সাহেব হলেও

মনসা আর শীতলা পুজো করে

কারণ ওদের সর্পাঘাতের ভয়, বিষফোঁড়া থেকে

পচনের ভয় আর নানান কীট পতঙ্গ ।

একহাতে আধুনিক মেশিন যা গাছ থেকে

ইলেকট্রনিক হাতে পেড়ে আনে ফল

কিংবা মাটি খুঁড়ে তোলে সবুজ সবুজ আলু শাক

অন্য হাতে ব্রতকথা আর অশেষ ভক্তি

এই নিয়েই বাঁচে আলু চাষী !

বিদেশী বলে কী ভাবো ওরা ইগোতে বাঁচে ?

আসলে চাষীরা কাকজোছনায় , কান্নাভেজা পথে

সবুজ সবুজ আলুশাকের কারি বানায়, রসুইঘরে ।

আর ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্রমাগত পাঁচালি

মিউজিক্যাল পাশা খেলে ।

সুখ

ফাটল যখন ধরেছে তখন

বিদেশী ফেভিকল ব্যবহার করে

হয়ে ওঠো এক পরদেশী শহুরে, বিদেশিয়া ----

গেঁয়ো সমস্ত মলম মিঠাই

বৃষ্টি হয়ে ঝরবে না আর !

এমনই স্বাধীনতার সুখ ।

তোমার কাজ ফাটল রিফু করা

ফেভিকলের ইতিহাসে কাজ কী ?

কোরেলের সেট

ভালোবাসা আর সোহাগ জানানোর জন্য

কোরেলের সেট কেন আনলে ?

তুমি আমাকে বিশ্বাস করোনা ?

সম্পর্ক বদলে যায় বলেই কী এত ভয় ?

আমি হীরে ভালোবাসি না গড়পরতা মেয়েদের মতন ; আমার ভালোলাগে চূণী - তাই বলে কী চূণী ?

ঐ ডলারের অংশ অনাথ আশ্রমে দিও ;

কেউ কেউ সুস্থ , সাবলীল হবে ।

ফলোয়ার

আমার ভক্তের নামগুলি ঈর্ষণীয়

সংখ্যাও মন্দ নয় -আমি চেরিশ করি ।

আমি রহস্যময়ী ; রাত একটায় কলকাতা

বাইপাসের ধারে কফি পান করতে গেলে

লোকেরা অবাক হত । যখন ফ্যানেরা ছুঁতে চায়

আমি ভিডিও বানিয়ে নিজ চ্যানেলে ;

ওগুলি টপ ভিডিও হয় ।

এত বড় বড় নাম আমার ফ্যান লিস্টে

নিজেই ঘাবড়ে যাই !

ওরা কি জানে , কাকে ফলো করে ?

রহস্যের আড়ালে কোন সে ভ্রূপল্লব ?

ওরা ভীষণ জানতে চায় , পত্রলেখার মানুষ মুখ -
-- ইমেলে বলে : *এই কমিউনিকেশানের যুগে নো ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম ? সত্যি অবাক লাগে ! কী করে রহস্য মেন্টেন করেন ?*

সহস্র হেসে বলি : আমি কেবল
প্রজাপতিমন্ডল, শঙ্খমন্ডল আর মঙ্গলামন্ডলে

ঈষৎ মাউস বুলিয়েছি ; কালপুরুষ আর
শুকতারাকে আমরা স্পর্শ করিনা --শুধু
আকাশেই দেখেছি । তাই মহাকাশ আমাদের ঋদ্ধ
করে ।

বনজোছনায়

বনজোছনায় যেটুকু দেখলাম

তাতে মনে হল ঐ পরিত্যক্ত অট্টালিকায়

থাকে বুড়ি বিমলা আর তার চৌকিদার কন্যা
ছলিয়া । বিমলা বোবা । জীহ্বা হারিয়েছে

কোনো গোপন অসুখে ।মাসমাইনে পেয়েই খুশি,

বাড়িটি সুবিশাল, লাল পাথরে গড়া---

অপরূপ কারুকার্য আর পেছনে পদ্মবন ।

সাপের ছোবলেই নাকি মালিকের এই অনীহা।

আজ পর্যন্ত কেউ আসেনি একদিনও এই
পরিত্যক্ত হাভেলিতে ।

তবুও আসে ভরণপোষণ ---

আসলে বাড়িওয়ালা মায়াবী ।

এক অভিশাপের ফলে, ছলিয়ার বাবা-- অভিজাত
নগরে শিকড় পুঁতেছে । তাই শাখাপ্রশাখা ;
কৃষ্ণগহ্বরের মতন এই প্রাচীন হাভেলিতে বসে
ডার্ক ম্যাটার করে কোরাস গাইছে !

আকাশ গঙ্গা

আমি চাকরি করিনা বলে সবসময় দু-কথা

শুনিয়ে দাও । আমি ডলারও আনি না মাসের শেষে ; তাই সবার অরুচি ।

আমার হাড়পাঁজরায় ডলার পেনি সেন্টের গন্ধ নেই, কমার্শিয়াল এই জগতে, কিছুটা লোনলি আমি ; **পার্টিতে সবাই বলে** ।

অনেকে এমনও বলে যে আমার কোনই ভূমিকা নেই সমাজ গঠনে ---

তারাই অমাবস্যায় আমার কবিতা পড়ে

জীবনকে পূর্ণিমা আর ঝাড়বাতি করে---।

মোম আর্শিতে আমি সব লুকিয়ে দেখেছি !

লৌন্ডা নাচ

গন্ডগ্রামের ভরা বাজারে, ইজ্জৎ ভুলে যে শিক্ষিত ছেলেটি পেটের দায়ে মেয়ে সেজে নাচে ,

মুন্নি বদনাম হুয়ি, ডার্লিং তেরে লিয়ে ---

আর মনে মনে ভাবে --ওর কি ডার্লিং হবে ?

তার কথা শুনবে ; মোবাইলটা অফ্ করে ?

--- ওরা বড় গরীব । বাবা ভাঙাচোরা এক বেদে । সাপের স্যুপ খায় ।এই শতাব্দী প্রাচীন অসুখের কোনো ভ্যাক্সিন নেই । ডায়বেটিসের মতন কুরে কুরে নেয় ।

তবুও প্রতিটি ভোটঝরা স্বর্ণালি সন্ধ্যায় লৌন্ডা স্বপ্ন দেখে ---**মন্ত্রীরা ওদের গ্রামে এসে সবাইকে ইঞ্জেকশান দেবে ।**

পুষ্পচয়ন

ভারতের একমাত্র মহিলা ট্রাক্ মেকানিক

শান্তি দেবী , পুষ্পচয়ন ছেড়ে হাতে নিয়েছে

টায়ার আর ব্রেক ফ্লুইড্ ।

অন্যসময় কারিগরী বিদ্যার পাঠ নিতে নিতে

লিখেছে ফুলকলিতে অমল কবিতা ।

নিজেকে মানুষ ভাবলেই আর সমস্যা হয়না !!

মেয়েমানুষ আর মেয়েছেলের দল , হাতে নানান আকৃতির ফ্ল্যাগ ও ব্যাগ নিয়ে -দূর থেকে দ্যাখে শান্তির শাণিত তরবারি । সেই তীক্ষ্ণ ফলায় যেন ফালাফালা হয়ে যায়

সব ম্যানুস্ক্রিপ্ট ।

এগুলোই প্রকৃত জঞ্জাল , হিন্দুকুশ শৃঙ্গপথে ।

Information :::

1. Launda Naach: Men Dress As Women & Dance In Front Of Sexually Hungry Men In Bihar

Launda Naach is a folk art form from Bihar and eastern Uttar Pradesh. The art form dates back to 11th century. Back then, women were not allowed to perform in public ceremonies. This cloistered existence of women made men take up roles of traditional entertainers. These *launda* dancers used to perform at social gatherings. Today, they are staple in marriages and usually perform as a part of the *baraat* and the *haldi* ceremony of the groom----------**By Chitra Rawat**

http://economydecoded.com/

2. Meet Shanti Devi - India's Only Woman Mechanic Who Works 12 Hours A Day And Loves It ----- http://www.indiatimes.com/

50 years old, working 12 hours a day, mother of eight, and living on the outskirts of Delhi - these are only some of the things that begin to describe this person. Not expecting much and working nonstop through the week, Shanti Devi didn't plan it this way but has possibly become India's only woman mechanic, one who doesn't shy away from lifting tyre trucks and whatever else rolls in, when she's at her automobile workshop at Sanjay Gandhi Transport Nagar (SGTN) in Delhi.

THE END